CAPSTONE

Bangla Lecture#05

পেট্রোবাংলা স্পেশাল কোর্স

Overview

- ধাতু ও ধাতুর গণ
- ক্রিয়া বিভক্তি
- প্রকৃতি ও প্রত্যয়
- পদ প্রকরণ
- অনুসর্গ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- কাজী নজরুল ইসলাম

Name: **Batch:**

Panthapath : 01972-277866
Mirpur : 01970-985421
Mouchak : 01999-017011
Chittangong : 01970-985420

লেকচার শীট-৪ এর উপর মেমোরি টেস্ট-৪

সময়: ১০ মিনিট | প্রাপ্ত নম্বর: | পূর্ণমান: ২০

১. 'গোবর গণেশ' কোন সমাস? [তথ্য মন্ত্রণালয় (সহকারী পরিচালক)-০৩]
ক. উপমান কর্মধারয় খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ. দ্বন্দ্ব ঘ. দ্বিগু

২. 'হরবোলা' কোন সমাস? [বাংলাদেশ টেলিভিশন (অফিসার)-০৬]
ক. কর্মধারয় খ. উপপদ তৎপুরুষ গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বিগু

৩. 'আশীবিষ' কোন সমাসের উদাহরণ? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিভিল উপসহকারী প্রকৌশলী-১৬, অষ্টম শিক্ষক নিবন্ধন-১২]
ক. বহুব্রীহি সমাস খ. দ্বিগু সমাস গ. দ্বন্দ্ব সমাস ঘ. নিত্য সমাস

৪. 'নির্নিমেষ' শব্দটির অর্থ কী? [CAGDF (Auditor)-17]
ক. আমিষ খ. কঠিন গ. অপলক ঘ. হৃদয়হীন

৫. গৌড়ীয় ব্যাকরণের রচয়িতা- [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক-১৯]
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. রামরাম বসু গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রামনারায়ণ তর্করত্ন

৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম সাল কোনটি? [সাব রেজিস্ট্রার-০১]
ক. ১৮১৪ খ. ১৮২৪ গ. ১৮৩৪ ঘ. ১৮৪৪

৭. কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. ১৮৬০ খ. ১৮৬৫ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬১

৮. 'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি'- এ পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতার অন্তর্গত? [উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-০৭]
ক. বলাকা খ. দারিদ্র্য গ. বঙ্গভাষা ঘ. ক্রন্দসী

৯. 'অশোক সৈয়দ' কার ছদ্মনাম? [৩১তম বিসিএস]
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ খ. সৈয়দ শামসুল হক গ. সৈয়দ আজিজুল হক ঘ. আবু সায়ীদ আইয়ুব

১০. 'কাব্যসুধাকর' কার উপাধি?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. গোলাম মোস্তফা গ. আল মাহমুদ ঘ. শামসুর রাহমান

১১. 'বাংলার স্কট' বলা হয় কাকে?
ক. বঙ্কিমচন্দ্রকে খ. শরৎচন্দ্রকে গ. রবীন্দ্রনাথকে ঘ. কাজী নজরুলকে

১২. 'তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম না হব কেন?'-এই উক্তিটির কার? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-৯৩, ৩২তম বিসিএস, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক-১৪, বিআরডিবি উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা-১৩]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১৩. রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন

১৪. 'ভ্রান্তিবিলাস' কার লেখা? [বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১৫. কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮]
ক. সংবাদ প্রভাকর খ. বাঙ্গাল গেজেট গ. সম্বাদ কৌমদী ঘ. সমাচার দর্পণ

১৬. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? [সাব-রেজিস্ট্রার-১২]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭. 'রূপজালাল' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. স্বর্ণকুমারী দেবী খ. মানকী দেবী গ. সীতা দেবী ঘ. নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী

১৮. নিচের কোনটি ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়? [৩৬তম ও ৩২ বিসিএস]
ক. চার ইয়ারী কথা খ. পালামৌ গ. দৃষ্টিপাত ঘ. দেশে বিদেশে

১৯. বাক্যে কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের থামার প্রয়োজন নেই? [NSI (Field Officer)-19, তিতাস গ্যাস ফিল্ড (অফিসার)-১৮]
ক. কোলন খ. ড্যাস গ. অর্ধচ্ছেদ ঘ. বন্ধনী

২০. নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি? [বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এর মাঠ সংগঠক-১৪]
ক. ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ, ১৯৯১ গ. ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঘ. পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশো একুশ

ধাতু ও ধাতুর গণ

♦ ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয় ক্রিয়ার মূল বা ধাতু। ক্রিয়ার যে অংশকে আর বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাই ধাতু। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়। ১. ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং ২. ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন- 'করে' একটি ক্রিয়াপদ। এদে দুটো অংশ রয়েছে: কর্+এ; এখানে 'কর্' ধাতু এবং 'এ' বিভক্তি।

♦ প্রকারভেদ: ধাতু প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১. মৌলিক ধাতু: যে ধাতুকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে বলা হয় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু। যেমন: চল্, কর্, বল্। মৌলিক ধাতু তিন প্রকার। যথা: ক. বাংলা, খ. সংস্কৃত, গ. বিদেশি।

ক. বাংলা ধাতু: যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি, সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন- কাট্, কাঁদ, জান্, নাচ্ ইত্যাদি।

বাংলা ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
√আঁক্	আঁকা	√কাট্	কাটা
√কাঁদ	কাঁদা	√খা	খাওয়া, খাওন
√ধর্	ধরা, ধরন	√বাঁধ্	বাঁধা, বাঁধন
√রাখ্	রাখা, রাখন	√কর্	করা, করে
√দেখ্	দেখা, দেখন	√পড়্	পড়া, পড়ন

খ. সংস্কৃত ধাতু: বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন: কৃ, ধৃ, গঠ্, স্থা ইত্যাদি।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ
√অঙ্ক্	অঙ্কন, অঙ্কিত	√কৃৎ	কর্তন, কর্তিত
√কথ্	কথ্য, কথিত	√কৃ	কৃত, কর্তব্য
√ক্রন্দ্	ক্রন্দন	√স্থা	স্থান
√গঠ্	গঠিত	√দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন
√পঠ্	পঠন, পঠিত	√ধৃ	ধৃত, ধারণ

গ. বিদেশি ধাতু: প্রধানত হিন্দি এবং ক্বদাচিৎ আরবি-ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশাগত ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলে। যেমন- ভিক্ষে মেগে খায়। এ বাক্যে 'মাগ্' ধাতু হিন্দি 'মাঙ্' থেকে আগত।
কিছু ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু। যেমন- 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' এ বাক্যে 'হের' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

• কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেওয়া হলো:

ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়
√আঁট্	শক্ত করে বাঁধা	√খাট্	মেহনত করা
√ঝুল	দোলা	√টুট	ছিন্ন হওয়া
√ফির্	পুনরাগমন	√ডাক্	আহ্বান করা
√টান্	আকর্ষণ	√লটক্	ঝুলানো

২. সাধিত ধাতু: মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম পদের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু হয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন: চল্ + আ = চলা; কর্ + আ = করা; বল্ + আ = বলা; চলা, করা, বলা একই সঙ্গে সাধিত ধাতু, কৃদন্ত পদ এবং ক্রিয়া বিশেষ্য। সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা: ক. নাম ধাতু; খ. প্রযোজক ধাতু; গ. কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তাই, নাম ধাতু। যেমন- সে ঘুমাচ্ছে। আমাকে ধমকিও না ('ধমক্' থেকে নাম ধাতু 'ধমকা')। বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)। শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন- কর্ + আ = করা। পড়্ + আ = পড়া। তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু: মৌলিক ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যেরকর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। (এ ধাতুকে প্রযোজক ধাতুর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়)। যেমন: দেখ্ + আ = দেখা (কর্মবাচ্যের ধাতু)। কাজটি ভালো দেখায় না। হার্ + আ = হারা। 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।'

৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে ধাতু হয় তাকে যৌগিক ধাতু বলে। যেমন:
বিশেষ্যের পরে ধাতু: কাজ কর্
বিশেষণের পরে ধাতু: ভালো হ
অনুকারের পরে ধাতু: চুপচাপ পড়্
যৌগিক ধাতুর প্রকারভেদ নেই। সংখ্যা অনির্দিষ্ট।

• টেকনিক: ধাতু সম্পর্কিত সবই তিন প্রকার।

ধাতুর গণ

- গণ শব্দের অর্থ শ্রেণি।
- ধাতুর গণ বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়।
- বাংলা ভাষায় সমস্ত ধাতুকে ২০টি গণে ভাগ করা হয়েছে। ধাতুর গণ ঠিক করতে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন: ১. ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত? ২. ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

  লক্ষ্য করি: 'হওয়া' শব্দের ধাতু হ (হ+অ)। 'হ' একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ হ্ এর সঙ্গে স্বরবর্ণ 'অ' যুক্ত আছে। সুতরাং, হ-আদিগণের মধ্যে ল-ধাতু (লওয়া) অন্তর্ভুক্ত।

- বাংলা ভাষার বিশটি ধাতুর গণ:

ক্রমিক	আদিগণ	ধাতু ও শব্দ	ক্রমিক	আদিগণ	ধাতু ও শব্দ
১	হ	হ (হওয়া), ল (লওয়া), ক্ষ (ক্ষয়)	১১	লাফা	কাটা, ডাকা, বাজা, আগা
২	খা	খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া)	১২	নাহা	গাহা
৩	দি	দি (দেওয়া), নি (নেওয়া)	১৩	ফিরা	ছিটা, শিখা, ঝিমা, চিরা
৪	শু	শু (শোয়া), ধু (ধোয়া), চুঁ (চোঁয়া), নু (নোয়ান), ছুঁ (ছোঁয়া)	১৪	ঘুরা	উঁচা, লুকা, কুড়া
৫	কর্	কর্ (করা), কম্ (কমা), চল্ (চলা)	১৫	ধোয়া	শোয়া, খোঁচা, খোয়া, গোছা
৬	কহ্	কহ্ (কহা), সহ্ (সহা), বহ্ (বহা)	১৬	দৌড়া	পৌঁছা, দৌড়া
৭	গাহ্	চাহ্, বাহ্, নাহ্	১৭	চট্কা	সম্ঝা, ধম্কা, কচ্লা
৮	কাট্	গাঁথ, চাল্, আঁক, বাঁধ, কাঁদ	১৮	বিগ্ড়া	হিঁচড়া, ছিট্কা, সিট্কা
৯	লিখ্	কিন্, ঘির্, জিত্, ফির্	১৯	উল্টা	দুম্ড়া, মুচ্ড়া, উপ্চা
১০	উঠ্	উড়্, শুন্, ফুট, খুঁজ, ডুব	২০	ছোবলা	কোঁচকা, কোকড়া, কোদলা

- ধাতুর গণ মনে রাখার সহজ উপায়-

  কাট, কর, হ, শু খা, দি, লিক, গাহ ঘুরা, ফিরা, উলটা
  ধোয়া, নাহা, চটকা উঠ, লাফা, দৌড়া ছোবলা, কহ, বিগড়া

ক্রিয়াবিভক্তি

- ক্রিয়ার দুইটি অংশ: প্রথম অংশ ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং দ্বিতীয় অংশ ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব লগ্নক যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল ও পক্ষ নির্দেশিত হয়, সেগুলোকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। যেমন-

  পড়ছি (পড়্ + ছি) - ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা বক্তা পক্ষের এবং এটা দিয়ে ঘটমান বর্তমান কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

  পড়বেন (পড়্ + বেন) - ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা শ্রোতা পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

  পড়ছিল (পড়্ + ছিল) - ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা অন্য পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ অতীতকালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

  উপরের উদাহরণগুলোতে '-ছি', '-বেন', '-ছিল' এগুলো হলো ক্রিয়াবিভক্তি।

  অধিকাংশ বাংলা ক্রিয়ার দুটি রূপ আছে: সাধারণ রূপ ও প্রযোজক রূপ। উভয় রূপের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তির রূপ আলাদা।

- নিচের সারণিতে ক্রিয়ামূল 'কর্'- এর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হলো:

কাল ↓ পক্ষ →	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-ই (করি)	-ও (করো)	-ইস (করিস)	-এ (করে)	-এন (করেন)
ঘটমান বর্তমান	-ছি (করছি)	-ছ (করছ)	-ছিস (করছিস)	-ছে (করছে)	-ছেন (করছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-এছি (করেছি)	-এছ (করেছ)	-এছিস (করেছিস)	-এছে (করেছে)	-এছেন (করেছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-ও (করো)	-ইস (করিস)	-উফ (করুক)	-উন (করুন)
সাধারণ অতীত	-লাম (করলাম)	-লে (করলে)	-লি (করলি)	-ল (করল)	-লেন (করলেন)
ঘটমান অতীত	-ছিলাম (করছিলাম)	-ছিলে (করছিলে)	-ছিলি (করছিলি)	-ছিল (করছিল)	-ছিলেন (করছিলেন)
ঘটমান অতীত	-এছিলাম (করেছিলাম)	-এছিলে (করেছিলে)	-এছিলি (করেছিলি)	-এছিল (করেছিল)	-এছিলেন (করেছিলেন)
নিত্য অতীত	-তাম (করতাম)	-তে (করতে)	-তি (করতি)	-ত (করত)	-তেন (করতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-ব (করব)	-বে (করবে)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ও (কোরো)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -এ (করে); ভাবী অসমাপিকা: -তে (করতে); শর্ত অসমাপিকা: -লে (করলে)				

- প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল ↓ পক্ষ →	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-আই (করাই)	-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আয় (করায়)	-আন (করান)
ঘটমান বর্তমান	-ছি (করছি)	-ছ (করছ)	-ছিস (করছিস)	-ছে (করছে)	-ছেন (করছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-ইয়েছি (করিয়েছি)	-ইয়েছ (করিয়েছ)	-ইয়েছিস (করিয়েছিস)	-ইয়েছে (করিয়েছে)	-ইয়েছেন (করিয়েছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আক (করাক)	-আন (করান)
সাধারণ অতীত	-আলাম (করালাম)	-আলে (করালে)	-আলি (করালি)	-আল (করাল)	-আলেন (করালেন)
ঘটমান অতীত	-আচ্ছিলাম (করাচ্ছিলাম)	-আচ্ছিলে (করাচ্ছিলে)	-আচ্ছিলি (করাচ্ছিলি)	-আচ্ছিল (করাচ্ছিল)	-আচ্ছিলেন (করাচ্ছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	-ইয়েছিলাম (করিয়েছিলাম)	-ইয়েছিলে (করিয়েছিলে)	-ইয়েছিলি (করিয়েছিলি)	-ইয়েছিল (করিয়েছিল)	-ইয়েছিলেন (করিয়েছিলেন)
নিত্য অতীত	-আতাম (করাতাম)	-আতে (করাতে)	-আতি (করাতি)	-আত (করাত)	-আতেন (করাতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-আব (করাব)	-আবে (করাবে)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ইয়ো (করিয়ো)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -ইয়ে (করিয়ে); ভাবী অসমাপিকা: -আতে (করাতে); শর্ত অসমাপিকা: -আলে (করালে)				

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

♦ প্রকৃতি: কোন মৌলিক শব্দের যে অংশকে কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ কোনো সাধিত পদ বা শব্দ থেকে যদি প্রত্যয় বা বিভক্তি সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে যে অংশ পাওয়া যায় তাই প্রকৃতি। অতএব বলা যায় যে, শব্দ বা পদের মূলই প্রকৃতি। 'দোকানি', 'ঢাকাই' শব্দের মূল 'দোকান', 'ঢাকা'। 'লিখা', 'করা' শব্দের মূল √লিখ্, √কর্ ইত্যাদি। এখানে √লিখ্, √কর্ হলো প্রকৃতি। উদাহরণ: পড়্ (প্রকৃতি) + উয়া (প্রত্যয়) = পড়ুয়া

♦ প্রকারভেদ: প্রকৃতি দুই প্রকার: ১. ক্রিয়া প্রকৃতি ২. নাম প্রকৃতি।

১. ক্রিয়া প্রকৃতি: ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে ক্রিয়া প্রকৃতি বলে। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে মূলত দুইটি অংশ পাওয়া যায়। যথা: ১. ধাতু/ ক্রিয়া প্রকৃতি
২. ক্রিয়া বিভক্তি। 'ক্রিয়া প্রকৃতি' বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে √ (মূলচিহ্ন) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন: করে = কর (ধাতু) + এ (বিভক্তি)।

২. নাম প্রকৃতি: নামপদের মূল অংশকে নাম প্রকৃতি বলে। উদাহরণ: 'শিক্ষার্থীরা' (শিক্ষার্থী + রা) শব্দের মূল অংশ শিক্ষার্থী, যা নাম প্রকৃতি; আর 'রা' হলো বিভক্তি।
প্রাতিপদিক: বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। লাজ, বড়, ঘর- এই শব্দগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তি যোগ হয়নি। এগুলোই প্রাতিপদিক। যেমন: মা, হাত ইত্যাদি।

♦ প্রত্যয়: ক্রিয়ামূল বা নাম প্রকৃতির পরে যে শব্দখণ্ড যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে 'প্রত্যয়' বলে। প্রত্যয় শব্দের শেষে বসে। যেমন: √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + ষ্ণ = মানব; এখানে, 'অন্ত' এবং 'ষ্ণ' হল প্রত্যয়। প্রকারভেদ: প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

১. কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয়: যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ক্রিয়া বা ধাতুর পর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: কান্না = √কাঁদ্ + না, দর্শনীয় = √দৃশ্ + অনীয় ইত্যাদি। কৃৎ প্রত্যয়ের ধাতুর আগে মূলচিহ্ন (√) বসে। কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত সাধিত পদকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন: √পড়্ + আ = পড়া। এখানে পড়া শব্দটি কৃদন্ত শব্দ।

ক. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়: অ, অনা, অনি,অন্ত, অক, অন, আ, আও, আন, আনি, আরি, আল, ই, ইয়া, উ, উয়া, তা, তি, না- কৃৎ প্রত্যয়গুলো বাংলা ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: √চাল্ + আন = চালান, √কাঁদ্ + অন = কাঁদন, √বাড় + তি = বাড়তি, √কাঁদ্ + না = কান্না ইত্যাদি।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন			
প্রত্যয়	উদাহরণ	প্রত্যয়	উদাহরণ
অ-প্রত্যয়	√ধর্ + অ = ধর; √মার্ + অ = মার	আল-প্রত্যয়	√মাত্ + আল = মাতাল, √বাচ্ + আল = বাচাল
অন-প্রত্যয়	√কাঁদ্ + অন = কাঁদন, নাচন, দোলন	ই-প্রত্যয়	√ভাজ্ + ই = ভাজি, √বেড়ু + ই = বেড়ি
অনা-প্রত্যয়	√দুল্ + অনা = দোলনা, √খেল্ + অনা = খেলনা	ইয়া-প্রত্যয়	√মর্ + ইয়া = মরিয়া, √নাচ্ + ইয়া = নাচিয়া
অন্ত-প্রত্যয়	√উড়ু + অন্ত = উড়ন্ত, √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত	উ-প্রত্যয়	√ডাক্ + উ = ডাকু, √ঝাড়ু + উ = ঝাড়ু
অক-প্রত্যয়	√মুড়ু + অক = মোড়ক, √ঝল্ + অক = ঝলক	উক-প্রত্যয়	√মিশ্ + উক = মিশুক
আ-প্রত্যয়	√পড়ু + আ = পড়া, √বাঁধ্ + আ = বাঁধা	উয়া-প্রত্যয়	√পড়ু + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো
আও-প্রত্যয়	√চড়ু + আও = চড়াও, √পাকড়ু + আও = পাকড়াও	আরি-প্রত্যয়	√ডুব্ + আরি = ডুবুরি (কর্মে দক্ষ অর্থে)
আন-প্রত্যয়	√চাল্ + আন = চালান, √মান্ + আন = মানান	তা-প্রত্যয়	√ফির্ + তা = ফিরতা, √বহ্ + তা = বহতা
আনি-প্রত্যয়	√জান্ + আনি = জানানি; √শুন্ + আনি = শুনানি	তি-প্রত্যয়	√ঘাট্ + তি + ঘাটতি, √বাড়ু + তি = বাড়তি
আরি-প্রত্যয়	√ধুন্ + আরি = ধুনারি, √পূজ্ + আরি = পূজারী (কর্মে দক্ষ অর্থে)	না-প্রত্যয়	√কাঁদ্ + না = কান্না, √রাঁধ্ + না = রান্না

খ. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়:

- ক্ত-প্রত্যয় : ক্ত প্রত্যয় এ 'ক' বর্জিত হয়, ব্যবহৃত হয় ত। যেমন: জ্ঞাত, খ্যাত।
- ক্তি-প্রত্যয় : এই প্রত্যয়ের ইৎ হলো 'ক'; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'তি'। যেমন: গতি।
- তৃচ্-প্রত্যয় : এই প্রত্যয়ে ইৎ হয় 'চ' এবং শব্দে ব্যবহৃত হয় 'তৃ'। প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন: দাতা, মাতা।
- ঘ্যণ-প্রত্যয় : ঘ্যণ-প্রত্যয়ের ইৎ হলো ঘ, ণ। শব্দে ব্যবহৃত হয় য-ফলা (্য)। যেমন: কার্য্য > কার্য, ধার্য।
- ণিন-প্রত্যয় : ণিন প্রত্যয়ের ইৎ অর্থাৎ বর্জিত অংশ ণ; শব্দে ব্যবহৃত হয় ইন্। ইন্ শব্দে ঈ-কার হয়। যেমন: গ্রাহী, পায়ী।
- অল্-প্রত্যয় : এই প্রত্যয়ে 'ল' ইৎ; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'অ'। যেমন: জয়, ক্ষয়।
- শানচ্-প্রত্যয়: শ, চ, ইৎ হয়; আন বিকল্পে মান থাকে। যেমন: দীপ্যমান, চলমান, বর্ধমান।
- ঘঞ্-প্রত্যয় : এই প্রত্যয় ঘ্ এবং ঞ ইৎ; শব্দে ব্যবহৃত হয় 'অ'। যেমন: বাস, যোগ, ক্রোধ, খেদ।

২. তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয়: নাম বা শব্দের সাথে বা শেষে যেসব প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন: ছেলেটি বড় লাজুক। লাজুক শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে- লাজ্ + উক = লাজুক। এখানে লাজ শব্দের পরে উক প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে যেসব শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে।

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়:

১. আ-প্রত্যয়: অবজ্ঞার্থে: চোর্ + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্টা
বৃহদার্থে: ডিঙি + আ = ডিঙা
সদৃশ অর্থে: বাঘ + আ = বাঘা, হাত + আ = হাতা
সমষ্টি অর্থে: বাইশ + আ = বাইশা > বাইশে
অন্তর্ভুক্ত অর্থে: রোগ + আ = রোগা
ক্রিয়া বিশেষ্য গঠনে: চাষ্ + আ = চাষা

২. আই-প্রত্যয়: ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে: বড় + আই = বড়াই, চড় + আই = চড়াই
আদরার্থে: কানু + আই = কানাই
স্ত্রী বা পুরুষবাচকতা শব্দের বিপরীতে: ননদ + আই = নন্দাই
সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে: মিঠা + আই = মিঠাই
জাত অর্থে: ঢাকা + আই = ঢাকাই (জামদানি)
বিশেষণ গঠনে: চোর + আই = চোরাই (মাল)
মোগল + আই = মোগলাই (পরোটা)

৩. আমি-প্রত্যয়:ভাব অর্থে: ইতর + আমি = ইতরামি, চোর + আমি = চোরামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি, ফাজিল + আমি = ফাজলামো

৪. ই/ঈ-প্রত্যয়:ভাব অর্থে: বাহাদুর + ই = বাহাদুরি
মালিক অর্থে: জমিদার + ই = জমিদারি
বৃত্তি বা পেশা বা ব্যবসায় অর্থে: ডাক্তার + ই = ডাক্তারি, পোদ্দার + ই = পোদ্দারি
ভাষা, জাতি, দেশ, ধর্ম ইত্যাদি বোঝাতে: ইংরেজ + ই = ইংরেজি, বাঙাল + ই = বাঙালি, ইসলাম + ই = ইসলামি

৫. ইয়া > এ-প্রত্যয়: তৎকালীন বোঝাতে: সেকাল + এ = সেকেলে
উপকরণ বোঝাতে: মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে
উপজীবিকা অর্থে: জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে
নৈপুণ্য বোঝাতে: খুন + ইয়া = খুনিয়া > খুনে
অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে: কনকন + এ = কনকনে (শীত)

৬. উয়া > ও-প্রত্যয়: যুক্ত অর্থে: টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো
সংশ্লিষ্ট অর্থে: গাঁ + উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো
উপজীবিকা অর্থে: মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো

৭. আরি/ আরী-প্রত্যয়: বিশেষণ গঠনে: ভিখ + আরি = ভিখারি; শাঁখ + আরি = শাঁখারি

৮. আলি/ আলো-প্রত্যয়:
বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে: ধার + আল = ধারাল, জমক + আলো = জমকালো, ঘটক + আলি = ঘটকালি

খ. তৎসম (সংস্কৃত) তদ্ধিত প্রত্যয়:

- য-ফলা (্য) = ষ্ণ্য: কুমার + ষ্ণ্য = কৌমার্য, গম্ভীর + ষ্ণ্য = গাম্ভীর্য, মধুর + ষ্ণ্য = মাধুর্য, ধীর + ষ্ণ্য = ধৈর্য, পর্বত + ষ্ণ্য = পার্বত্য।
- ই = ষিঃ: মধুর + ষিঃ = মাধুরি, রাবণ + ষিঃ = রাবণি, দশরথ + ষিঃ = দাশরথি।
- ইক = ষিঃক: শরীর + ষিঃক = শারীরিক, বর্ষ + ষিঃক = বার্ষিক, ভূগোল + ষিঃক = ভৌগলিক, হেমন্ত + ষিঃক = হৈমন্তিক।
- অ = ষঃ: গুরু + ষঃ = গৌরব, মনু + ষঃ = মানব, বন্ধু + ষঃ = বান্ধব, বিষ্ণু + ষঃ = বৈষ্ণব, জিন + ষঃ = জৈন, পৃথিবী + ষঃ = পার্থিব, চিত্র + ষঃ = চৈত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ষঃ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।

- বী = বিনঃ মেধা + বিন্ = মেধাবী, তপঃ + বিন্ = তপস্বী, তেজঃ + বিন = তেজস্বী, যশঃ + বিন = যশস্বী।
- ইমা=ইমনঃ নীল + ইমন = নীলিমা, লাল + ইমন = লালিমা, মহৎ + ইমন = মহিমা, দীর্ঘ + ইমন = দ্রাঘিমা। [ব্যতিক্রমঃ প্রেম = প্রিয় + ইমন]
- তা/ত্ব পরিবর্তন হবেঃ মধুর + তা = মধুরতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব।
- ঈন = নীনঃ সর্বজন + নীন = সর্বজনীন, কুল + নীন = কুলীন।
- মান = মতুপ্ আর বান = বতুপঃ গুণ + বতুপ্ = গুণবান, শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান, বুদ্ধি + মতুপ = বুদ্ধিমান, রূপ + বতুপ্ = রূপবান।
- নিপাতনে সিদ্ধঃ সৌর = সূর্য + ষ্ণ।
- অপত্যার্থেঃ মানব = মনু + ষ্ণ।

গ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ

- ফারসি প্রত্যয়ঃ গর > কর প্রত্যয় যোগেঃ কারি + গর = কারিগর, সওদা + গর = সওদাগর
  দার প্রত্যয় যোগেঃ দেনা + দার = দেনাদার, চৌকি + দার = চৌকিদার, পাহারা + দার = পাহারাদার
  বাজ প্রত্যয় যোগেঃ ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ, কলম + বাজ = কলমবাজ
  বন্দি প্রত্যয় যোগেঃ জবান + বন্দি = জবানবন্দি, নজর + বন্দি = নজরবন্দি
  খানা প্রত্যয় যোগেঃ ছাপা + খানা = ছাপাখানা, বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা
  গিরি প্রত্যয় যোগেঃ বাবু + গিরি = বাবুগিরি, সাধু + গিরি = সাধুগিরি

- হিন্দি প্রত্যয়ঃপনা প্রত্যয় যোগেঃ গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা, বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা
  আনা > আনি প্রত্যয় যোগেঃ মুনশী + আনা = মুনশীআনা, বিবি + আনা = বিবিআনা, হিন্দু + আনি
  সা > সে প্রত্যয় যোগেঃ পানি + সা = পানসা > পানসে, কাল + সা = কালসা > কালসে
  ওয়ালা > আলা প্রত্যয়যোগেঃ বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িআলা/ বাড়িওয়ালা, দুধ + ওয়ালা = দুধওয়ালা

পদ প্রকরণ

♦ বাক্যে ব্যবহৃত প্রতেক্যটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই পদ। পদকে মোট আটটি শ্রেণিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যথাঃ ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়া বিশেষণ ৬. অনুসর্গ ৭. যোজক ৮. আবেগ

- বিশেষ্য পদঃ যেসব শব্দ দিয়ে ব্যক্তি, প্রাণি, স্থান, বস্তু, ধারণা ও গুণের নাম বোঝায়, সেগুলোকে বিশেষ্য বলে। যেমনঃ নজরুল, বাঘ, ঢাকা, ইট, ভোজন, সততা ইত্যাদি।
  বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগঃ বিশেষ্য সাধারণত ছয় প্রকার। যথাঃ

১. নাম বিশেষ্যঃ ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমনঃ
স্থান নামঃ ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।
কালনামঃ সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।
সৃষ্টিনামঃ গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতা, ইত্তেফাক, অপরাজেয় বাংলা।
২. জাতি-বিশেষ্যঃ জাতি বিশেষ্য সাধারণ বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।
৩. বস্তু বিশেষ্যঃ কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন- ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।
৪. সমষ্টি বিশেষ্যঃ এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন- জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।
৫. গুণ বিশেষ্যঃ গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ বিশেষ্য বলে। যেমন- সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।
৬. ক্রিয়া বিশেষ্যঃ যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন- পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

- বিশেষণ পদঃ যে শব্দ দিয়ে বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন- সুন্দর ফুল, বাজে কথা, পঞ্চাশ টাকা, হাজার সমস্যা, তাজা মাছ।
  বিশেষণের শ্রেণিবিভাগঃ কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে, সেই অনুযায়ী বিশেষণকে আলাদা করা যায়। বিশেষণ শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে, সেই বিবেচনায়ও বিশেষণকে ভাগ করা যায়। এছাড়া বাক্যের মধ্যে বিশেষণটির অবস্থান কোথায় তা দিয়েও বিশেষণকে চিহ্নিত করা যায়। এসব বিবেচনায় বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমনঃ
- বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতিঃ

ক্রিয়াজাত	**হারানো** সম্পত্তি, **খাবার** পনি, **অনাগত** দিন
অব্যয়জাত	**আচ্ছা** মানুষ, **উপরি** পাওনা, **হঠাৎ** বড়লোক
সর্বনামজাত	**কবেকার** কথা, **কোথাকার** কে, **স্বীয়** সম্পত্তি
সমাসসিদ্ধ	**বেকার**, **নিয়ম**-বিরুদ্ধ, **জ্ঞান**হারা, **চৌচালা** ঘর
বীপ্সামূলক	**হাসিহাসি** মুখ, **কাঁদকাঁদ** চেহারা, **ডুবুডুবু** নৌকা
অনুকার অব্যয়জাত	**কনকনে** শীত, **শনশনে** হাওয়া, **ধিকিধিকি** আগুন, **টসটসে** ফল

কৃদন্ত	**কৃতী** সন্তান, **জানাশোনা** লোক, **হৃত** সম্পত্তি, **অতীত** কাল, পায়ে চলা পথ
তদ্ধিতান্ত	**জাতীয়** সম্পদ, **নৈতিক** বল, **মেঠো** পথ
উপসর্গযুক্ত	**নিখুঁত** কাজ, **অপহৃত** সম্পদ, **নির্জলা** মিথ্যে
বিদেশি	**নাস্তানুবুদ** অবস্থা, **লাওয়ারিশ** মাল, **লাখেরাজ** সম্পত্তি, **দরপত্তনি** তালুক
বর্ণবাচক	**নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কালো** মেঘ
গুণবাচক	**চালাক** ছেলে, **ঠাণ্ডা** পানি, **দক্ষ** কারিগর
অবস্থাবাচক	**তাজা** মাছ, **চলন্ত** ট্রেন, **তরল** দুধ
ক্রমবাচক	**এক** টাকা, **আট** দিন
পূরণবাচক	**তৃতীয়** প্রজন্ম, **৩৪তম** অনুষ্ঠান
পরিমাণবাচক	**আধা** কেজি, **পাঁচ** শতাংশ ভূমি
উপাদানবাচক	**বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি
প্রশ্নবাচক	**কেমন** অবস্থা, **কতক্ষণ** সময়
নির্দিষ্টতাবাচক	**এই** দিনে, **সেই** সময়, **ছাব্বিশে** মার্চ
ভাববাচক	**খুব** ভালো খবর, গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে।
বিধেয় বিশেষণ	লোকটা **পাগল**, এই পুকুরের পানি **ঘোলা**।

- একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ:

ভালো : বিশেষণ রূপে : **ভালো** বাড়ি পাওয়া কঠিন।
বিশেষ্য রূপে : আপন **ভালো** সবাই চায়।

মন্দ : বিশেষণ রূপে : **মন্দ** কথা বলতে নেই।
বিশেষ্য রূপে : এখানে কি **মন্দটা** তুমি দেখলে?

পুণ্য : বিশেষণ রূপে : তোমার এ **পুণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক।
বিশেষ্য রূপে : **পুণ্যে** মতি হোক।

নিশীথ : বিশেষণ রূপে : **নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।
বিশেষ্য রূপে : গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত।

সত্য : বিশেষণ রূপে : **সত্য** পথে থেকে সত্য কথা বল।
বিশেষ্য রূপে : এ এক বিরাট **সত্য**।

আপন : বিশেষণ রূপে : **আপন** ভালো পাগলেও বুঝে।
বিশেষ্য রূপে : **আপনকে** কেউ ভোলেনা।

চেনা : বিশেষণ রূপে : এ যে আমাদের **চেনা** লোক।
বিশেষ্য রূপে : মানুষ **চেনা** কঠিন।

বড় : বিশেষণ রূপে : টাকা থাকলেই **বড়** লোক হয় না।
বিশেষ্য রূপে : **বড়** ছোট ভেদাভেদ আমার নেই।

নীল : বিশেষণ রূপে : **নীল** আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে।
বিশেষ্য রূপে : **নীল** একটি রঙের নাম।

পাপ : বিশেষণ রূপে : **পাপ** কাজে সুখ নেই।
বিশেষ্য রূপে : লোভে **পাপ**, পাপে মৃত্যু।

শেষ : বিশেষণ রূপে : এটাই কি তোমার **শেষ** কথা?
বিশেষ্য রূপে : এ তর্কের **শেষ** নেই।

ধরা : বিশেষণ রূপে : **ধরা** মাছ কি কেউ ছেড়ে দেয়?
বিশেষ্য রূপে : মাছ **ধরা** জেলেদের পেশা।

অল্প : বিশেষণ রূপে : এত **অল্প** ভাতে পেট ভরবে না।
বিশেষ্য রূপে : **অল্পে** সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

- সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে সর্বনাম শব্দ বলে। বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে ভূমিকা পালন করে, সর্বনাম অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। যেমন- "শিমুল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করেছে"। দ্বিতীয় বাক্যের 'সে' প্রথম বাক্যের 'শিমুল' এর পরিবর্তে বসেছে। বিশেষ্য শব্দের মতো সর্বনাম শব্দের সঙ্গেও বিভক্তি, নির্দেশক, বচন প্রভৃতি যুক্ত হয়।
- সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ: সর্বনামকে নিচের নয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে
২. আত্মবাচক সর্বনাম	নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করেছে), স্বয়ং, খোদ
৩. নির্দেশক সর্বনাম	নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি দূর নির্দেশক : ও, ওই, ওরা, উনি

৪. অনির্দিষ্ট সর্বনাম	কেউ, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়)
৫. প্রশ্নবাচক সর্বনাম	কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে ভাত খায়?)
৬. সাপেক্ষ সর্বনাম	যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন, (যেমন কর্ম তেমন ফল), যত-তত (যত গর্জে তত বর্ষে না)
৭. পারস্পরিক সর্বনাম	পরস্পর, নিজেরা নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট কর)
৮. সকলবাচক সর্বনাম	সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব
৯. অন্যবাচক সর্বনাম	অন্য, অপর, পর, অমুক

- ক্রিয়াপদ: যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন-
  ১. নিলয় বই **পড়ে**।
  ২. বাংলাদেশ উন্নত দেশ **হবে**।
- বৈশিষ্ট্য: ১. বাক্য গঠনের জন্য ক্রিয়াপদ অপরিহার্য। তবে কখনো কখনো ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। একে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বলে। যেমন:
  তোমার নতুন ক্লাস কেমন? = তোমার নতুন ক্লাস কেমন (হচ্ছে)?
  ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।
- ক্রিয়াপদে শ্রেণিবিভাগ:

ক. ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা: ১. সমাপিকা ক্রিয়া ২. অসমাপিকা ক্রিয়া

১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- প্রমোদ বই পড়ছে। আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না, আরও কিছু জানার আগ্রহ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: তোমার চিঠি পেয়ে ....। আমি ভাত খেয়ে .... ইত্যাদি।

খ. বাক্যে কয়টি কর্ম রয়েছে তার ভিত্তিতে ক্রিয়া ৩ প্রকার। যথা: ১. সকর্মক ক্রিয়া ২. অকর্মক ক্রিয়া ৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

১. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া পদের কমপক্ষে একটি কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আলিম বই পড়ে। এখানে 'পড়ে' ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে 'বই' কর্মের মাধ্যমে।

২. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদের কোনো কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: আফিক ঘুমায়। এখানে 'ঘুমায়' ক্রিয়ার কোন কর্ম নেই।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদের একটি প্রাণিবাচক এবং আরেকটি অপ্রাণিবাচক কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে, 'দেখাচ্ছেন' ক্রিয়ার কর্ম ২টি। ১. ছেলে ⇒ প্রাণিবাচক কর্ম। ২. চাঁদ ⇒ বস্তুবাচক কর্ম।

গ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম:

১. সরল ক্রিয়া : একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন- সে লিখছে। ছেলেরা মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে - এগুলো সরল ক্রিয়া।

২. প্রযোজক/ ণিজন্ত ক্রিয়া: কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন- তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়- এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. নামক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে 'অ' বা 'আনো' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন: বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো: আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়; বিশেষণ কম শব্দের সঙ্গে -আ যুক্ত হয়ে হয় হয় কমা: বাজারে সবজির দাম কমছে না; ধ্বন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে-আনো যুক্ত হয়ে হয় ছটফটানো: জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. সংযোগ ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন-
'করা' ক্রিয়া যোগে : গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা।
'কাটা' ক্রিয়া যোগে : সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা।
'হওয়া' ক্রিয়া যোগে : উদয় হওয়া, বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া।
'দেওয়া' ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া
'ধরা' ক্রিয়া যোগে : ভাঙন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা।
'পাওয়া' ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া।
'খাওয়া' ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া; মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া।
'মারা' ক্রিয়া যোগে : উঁকি মারা, পকেট মারা।

৫. যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন- মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, চেপে রাখা।

- ক্রিয়া বিশেষণ: যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। নিচের বাক্য তিনটির নিম্নরেখ শব্দগুলো ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ: ছেলেটি **দ্রুত** দৌড়ায়। লোকটি **ধীরে** হাঁটে। মেয়েটি **গুনগুনিয়ে** গান করছে। অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে '-এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে' '-বশত', '-মতো' ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন- ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, আচ্ছামতো ইত্যাদি।

- ক্রিয়া বিশেষণের প্রকারভেদ: ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, যে ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে তাকে ধরণবাচক ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন- **টিপটিপ** বৃষ্টি পড়ছে। **ঠিকভাবে** চললে কেউ কিছু বলবে না।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন- **আজকাল** ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি। **যথাসময়ে** সে হাজির হয়।

৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে যে ক্রিয়াবিশেষণ তাকে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন: মিছিলটি **সামনে** এগিয়ে যায়। তাকে **কোথাও** খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন- সে এখন যাবে **না**। তিনি বেড়াতে যান**নি**। এমন কথা আমার জানা **নেই**।

৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ: বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলে 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন- কি: আমি **কি** যাব? যে: খুব **যে** বলেছিলেন আসবেন! বা: কখনো **বা** দেখা হবে।
না: একটু ঘুরে আসুন **না**, ভালো লাগবে। তো: মরি **তো** মরব।

- গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
একপদী ক্রিয়াবিশেষণ: আস্তে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে ভালোভাবে ইত্যাদি। বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ: ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।

অনুসর্গ

♦ বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন: সে কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। কোন পর্যন্ত পড়েছ?
অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন-
বিনা: দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)
সনে: ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

♦ অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ: অনুসর্গগুলোকে গঠন অনুসারে ও ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভাগ করা চলে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ এবং ২. ক্রিয়া অনুসর্গ।

১. নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ: ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে আগত অনুসর্গগুলোকে নামজাত বা বিশেষ্য অনুসর্গ বলে। ঐতিহাসিক উৎস অনুসারে নামজাত অনুসর্গ তিন প্রকারের। যথা: ক. সংস্কৃত অনুসর্গ, খ. বিবর্তিত অনুসর্গ, গ. ফারসি অনুসর্গ।

ক. সংস্কৃত অনুসর্গ জাতীয় অনুসর্গ হলো- অপেক্ষা, অভিমুখে, উপরে, কর্তৃক, জন্য, দিকে। যেমন: মহানগর এক্সপ্রেস চট্টগ্রাম **অভিমুখে** ঢাকা ছেড়েছে। গ্রীষ্ম **অপেক্ষা** বর্ষা ভালো। মাথার **উপরে** নীল আকাশ। প্রধানমন্ত্রী **কর্তৃক** সেতুটি উদ্বোধন করা হয়েছে। তার **জন্য** আর অপেক্ষা করো না। ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রামের **দিকে** এগুচ্ছে।

খ. বিবর্তিত (তদ্ভব) অনুসর্গ: এ জাতীয় অনুসর্গ হলো-আগে, কাছে, তরে, পানে, পাশে, বই, ভেতরে, মাঝে, সাথে, সামনে ইত্যাদি। যেমন: সবার **আগে** আমি এসে বসে আছি। তার **কাছে** কলমটা নেই। সে আমাকে **ছাড়া** থাকতে পারে না। বিপন্ন মানবেতর **পাশে** আমাদের দাঁড়ানো উচিত।

গ. ফারসি অনুসর্গ: বাংলা ভাষায় ফারসি অনুসর্গের মধ্যে রয়েছে- দরুন, বদলে, বনাম, বাদে, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি। যেমন: বৃষ্টির **দরুন** খেলা পণ্ড হয়ে গেল। আমাকে এটার **বদলে** ওটা দিন। খেলা চলছে আবাহনী **বনাম** মোহামেডান। আমাকে কী **বাবদ** টাকাটা দিলেন?

২. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ: ক্রিয়া থেকে নির্মিত অনুসর্গগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। ক্রিয়াজাত অনুসর্গ হলো: করে, থেকে, দিয়ে, ধরে, হতে ইত্যাদি। যেমন: ভালো **করে** পড়াশোনা করো। মন **দিয়ে** কাজ করো। আপনি সাহায্য করেছেন **বলেই** কাজটা হয়েছে। আমার কথা শুনে সে যেন আকাশ **থেকে** পড়ল।

- **কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসর্গের প্রয়োগ**

অনুসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
সহ	সহগামিতা	তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হইলেন।
সহিত	সমসূত্রে	শত্রুর সহিত সন্ধি চাইনা।
সনে	বিরুদ্ধগামিতা	দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
অবধি	পর্যন্ত	সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
পরে	স্বল্প বিরতি	এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা যায় না।
পর	দীর্ঘ বিরতি	শরতের পর আসে বসন্ত।
	ধারাবাহিকতা	একের পর এক গুলি ছোঁড়া হলো।
পানে	প্রতি/ দিকে	শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।
পক্ষে	সক্ষমতা	রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।
	সহায়	আসামির পক্ষে উকিল কে?
হেতু	নিমিত্ত	কী হেতু এসেছ তুমি কহ বিস্তরিয়া।
জন্যে	নিমিত্ত	এ ধন সম্পদ তোমার জন্যে।

মাঝে	মধ্যে	সীমার মাঝে অসীম তুমি।
	একদেশিক	এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।
	ক্ষণকাল	নিমেষের মাঝেই সব শেষ হয়ে গেল।
মাঝারে	ব্যাপ্তি	আছ তুমি প্রভু জগত মাঝারে।
সঙ্গে	তুলনা	মায়ের সঙ্গে মেয়ের তুলনা হয় না।
বশত	কারণ	দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি।
প্রতি	ওপর	নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।
তরে	মত	ও জনমের তরে বিদায় নিলাম।
বিনা (কাব্যিক রূপ বিনে)	ব্যতিরেকে	বিনে স্বদেশি ভাষা, মিটে কি আশা।

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ প্রচলিত আছে। এগুলো মনে রাখার সহজ উপায় নিম্নে উল্লেখিত হলো:

প্রতি, বিনা, সনে, বিহনে, সহ, অবধি, পর,
হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, থেকে, ভিন্ন, ওপর,
জন্য, জন্যে, বই, ব্যতীত, অপেক্ষা, তরে,
সাথে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, পর্যন্ত, সহকারে,
পানে, দ্বারা, পাছে, হতে, ভিতর, মাঝারে, চেয়ে,
অধিক, পক্ষে, নামে, মত, নিকট, দিয়া, দিয়ে।

- যোজক:দুই বা তার অধিক পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন- এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।
- যোজকের শ্রেণিবিভাগ: বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ যোজক (দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে)	রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে। জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।
২. বিকল্প যোজক (একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে)	লাল বা নীল কলমটা আনো। চা না হয় কফি খান।
৩. বিরোধ যোজক (বাক্যের দুটি অংশের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে)	এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না। তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।
৪. কারণ যোজক (বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ)	জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি। বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।
৫. সাপেক্ষ যোজক (একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়)	যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব। যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

- আবেগ:যেসব শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে আবেগ শব্দ বলা হয়। যেমন- ছি ছি, আহা, বাহ্, শাবাশ, হায় হায় ইত্যাদি।
- নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো-

১. সিদ্ধান্ত আবেগ (অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।)	**হ্যাঁ**, আমাদের জিততেই হবে। **বেশ**, তবে যাওয়াই যাক।
২. প্রশংসা আবেগ	**শাবাশ**! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম। **বাহ্**! চমৎকার লিখেছ।
৩. বিরক্তি আগে	**ছি ছি**! এরকম কথা তার মুখে মানায় না। **জ্বালা**! তোমাকে নিয়ে আর পারি না।
৪. আতঙ্ক আবেগ	**উহ্**, কী বিপদে পড়া গেল। **বাপরে বাপ**! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা।
৫. বিস্ময় আবেগ	**আরে**! তুমি আবার কখন এলে? **আহ্**, কী চমৎকার দৃশ্য!
৬. করুণা আবেগ	**আহা**! বেচারার এত কষ্ট। **হায় হায়**! ওর এখন কী হবে।
৭. সম্বোধন আবেগ	**হে** বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। **ওগো**, তোরা জয়ধ্বনি কর।
৮. অলঙ্কার আবেগ (বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)	**ধুর পাগল**! তোর কিছুই হয়নি। **যাক গে**, ওসব ভেবে লাভ নেই।

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
রেশম	রেশমী	বপন	বোনা	সৌন্দর্য	সুন্দর
শখ	শৌখিন	সামর্থ্য	সমর্থ	প্রকৃতি	প্রাকৃত, প্রাকৃতিক
তিরস্কার	তিরস্কৃত	লজ্জা/ লাজ	লজ্জিত, লাজুক	বন	বুনো
সমর	সামরিক	মৃৎ	মৃন্ময়	মোহ	মুগ্ধ
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	স্পর্শ	স্পৃষ্ট	অঙ্গ	আঙ্গিক
সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত	অনভ্যাস	অনভ্যস্ত	অনুগমন	অনুগত
অনুবাদ	অনূদিত	অনুপ্রবেশ	অনুপ্রবিষ্ট	অবসাদ	অবসন্ন
অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরীণ	অভ্যুদয়	অভ্যুত্থান	ক্ষীণতা	ক্ষীণ, ক্ষীয়মাণ
ক্ষুণ্নিবারণ, ক্ষুণ্নিবৃত্তি	ক্ষুণ্নিবৃত্ত	খনন	খদিত	গঙ্গা	গাঙ্গেয়
গরিমা	গৌরবিত, গৌরবান্বিত	গ্রহণ	গ্রহণীয়	গান	গেয়
অরণ্য	আরণ্যক	আনুগত্য	অনুগত	আসক্তি	আসক্ত
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক, ইচ্ছুক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	ঈর্ষা	ঈর্ষান্বিত
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	উগ্রতা	উগ্র	উচ্চারণ	উচ্চারিত, উচ্চার্য, উচ্চারণীয়
দৈন্য, দীনতা	দীন	কাঠ	কাষ্ঠল	উড্ডয়ন	উড্ডীন, উড্ডীয়মান
উদ্দেশ্য	উদ্দিষ্ট	উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	ওজস্বিতা	ওজস্বী
ঔদ্ধত্য	উদ্ধত	ঔপম্য/ঔপমিক	উপমা	বাক	বাগ্মী/ বাচাল
প্রশ্ন	পৃষ্ট	গিরি	গৈরিক	পরাভব	পরাভূত
ডিম্ব	ডিম্বজ	তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	তালু	তালব্য
প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ	প্রত্যয়	প্রতীত	লবণ	লবণাক্ত, লাবণ্য
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	চক্ষু	চাক্ষুষ	চতুরালি	চতুর

বাংলা সাহিত্য

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ

♦ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ২৫ বৈশাখ, ১২৫৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ- প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতামহি- দিগম্বরী দেবী, পিতা- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা- সারদা দেবী। তিনি পিতা-মাতার ১৫ জন সন্তানের মধ্যে ১৪তম সন্তান এবং ৮ম পুত্র। তাঁর পারিবারিক উপাধি- কুশারী। তিনি পারিবারিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের বাস ছিল খুলনার রূপসা নদীর তীরে পিঠাভোগ অঞ্চলে।
- তিনি ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের মেয়ের ভবতারিণী দেবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্ত্রীর নাম রাখেন মৃণালিনী দেবী।
- তিনি সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১) পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
- ব্রিটিশ সরকার ৩ জুন, ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথকে 'নাইটহুড' উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি তা বর্জন করেন। এছাড়াও তাঁকে মহাত্মা গান্ধী 'গুরুদেব'; ক্ষিতিমোহন সেন 'কবিগুরু' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'বিশ্বকবি' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- তাঁর মোট ৯টি ছদ্মনাম পাওয়া যায়। যথা- ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপট চন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াশী, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মা।
- 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings' এর জন্য তিনি ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'Song Offerings' ইংরেজিতে কবি নিজেই অনুবাদ করেন এবং ভূমিকা লিখেন W. B. Yeats।
- তিনি ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
- তিনি ৭ আগস্ট, ১৯৪১ সালে (বাংলা- ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) দুপুরটা ১২টা ১০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন।
- রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা:

  কবি কাহিনী (১৮৭৮) [প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ], বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), সোনার তরী (১৮৯৪) [সোনার তরী কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত], চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬), মহুয়া (১৯২৯), পুনশ্চ (১৯৩২), শ্যামলী (১৯০৬), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্য)।

- রবীন্দ্রনাথের নাটক:

গীতিনাট্য	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) [প্রথম গীতিনাট্য], বসন্ত [কবিগুরু এটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন]।
রূপক ও সাংকেতিক নাটক	ডাকঘর (১৯১১), কালের যাত্রা (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন), তাসের দেশ (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন), রক্তকরবী, রাজা, বিসর্জন (অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত)।
নৃত্যনাট্য	চিত্রাঙ্গদা (অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত), চণ্ডালিকা, শ্যামা, তপতী।
কাব্যনাট্য	প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, বিদায় অভিশাপ।
অন্যান্য নাটক	শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্র, মুক্তধারা (১৯২২)।
প্রহসন	বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষ রক্ষা।

- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস:
করুণা (রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম উপন্যাস, রচনাকাল-১৮৭৭, প্রকাশকাল-১৯৬১), বৌ ঠাকুরানীর হাট (প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস-১৮৮৩), রাজর্ষি (ঐতিহাসিক উপন্যাস-১৮৮৭), চোখের বালি (বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-১৯০৩), নৌকাডুবি (সামাজিক উপন্যাস-১৯০৬), প্রজাপতি নির্বন্ধ (হাস্যরসাত্মক উপন্যাস-১৯০৮), গোরা (রাজনৈতিক উপন্যাস-১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (উপজীব্য বিষয়-ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি, রচনাকাল-১৯১৬), শেষের কবিতা (কাব্যধর্মী উপন্যাস-১৯২৯), যোগাযোগ (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।
- রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ: বিবিধ প্রসঙ্গ (১ম প্রবন্ধ), পঞ্চভূত (১৮৯৭), কালান্তর, সভ্যতার সংকট (সর্বশেষ গদ্যরচনা), বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ)।

- রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনী: য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (প্রথম প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী), জাভা যাত্রীর পত্র, জাপান যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১)।
- পত্র সংকলন: ছিন্নপত্র (১৯২২), ভানুসিংহের পত্রাবলী।
- আত্মজীবনী- জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)।
- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প:

১. প্রেম সম্পর্কিত : শেষকথা, মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি (নায়িকা-মৃন্ময়ী), নষ্টনীড় (প্রধান চরিত্র-চারু), একরাত্রি (নায়িকা-সুরবালা)।
২. সমাজ সম্পর্কিত : ছুটি (প্রধান চরিত্র-ফটিক), হৈমন্তী (প্রধান চরিত্র-হৈমন্তী, অপু, গৌরীশঙ্কর। যৌতুক প্রথার প্রাধান্য)। পোস্টমাস্টার (প্রধান চরিত্র-রতন), দেনাপাওনা (বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (প্রধান চরিত্র-রাইচরণ), কাবুলিওয়ালা (প্রধান চরিত্র-রহমত, খুকি। মুসলমান চরিত্র সংযুক্ত), শাস্তি (প্রধান চরিত্র-চন্দরা), দুরাশা, মাস্টার মশাই।
৩. অতিপ্রাকৃত গল্প : ক্ষুধিত পাষাণ (চরিত্র-মেহের আলী), কঙ্কাল, নিশীথে, জীবিত ও মৃত (প্রধান চরিত্র-কাদম্বিনী)।

♦ কাজী নজরুল ইসলাম

- বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে আমৃত্য সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। এ জন্য তাঁকে বাংলা সাহিত্যের 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়।
- কাজী নজরুল ইসলাম ২৪মে, ১৮৯৯ সালে (বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা- কাজী ফকির আহমেদ ও মাতা- জাহেদা খাতুন।
- ডাকনাম- দুখু মিয়া। অন্যান্য নাম-ত্যারা ক্ষ্যাপা, নজর আলী, নুরু।
- ১৯২১ সালে কুমিল্লার মুরাদনগরে সৈয়দা খাতুনের (নার্গিস) সাথে আকদ হয়। জবরদস্তিমূলক বৈবাহিক শর্তের কারণে নজরুল কনেকে পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল আশালতা সেনগুপ্ত (ডাকনাম- দুলি) এর সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি তাঁর ২য় স্ত্রীর নাম রাখেন- 'প্রমীলা'।
- ১৯৪২ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে 'পিক্স ডিজিজ' ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।
- ১৯৭২ সালের ২৪ মে সপরিবারে তাঁকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয় (প্রথম আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে, মোট ঢাকায় আসেন-১৩ বার)। ১৯৭৪ সালের এক সংবর্ধনায় তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- তিনি ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে (বাংলা ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩) ৭৭ বছর বয়সে ঢাকার পিজি হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।
- সাহিত্যকর্ম:

১. কাব্যগ্রন্থ: অগ্নিবীণা (১৯২২), প্রথম প্রকাশিত কাব্য এবং এতে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা- প্রলয়োল্লাস, দ্বিতীয় ও অন্যতম কবিতা-বিদ্রোহী এবং শেষ কবিতা-মোহররম। কবি এটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত রক্তাম্বরধারিনী মা (রাজনৈতিক কবিতা) কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়। এটি কবির উদার নৈতিক ঐতিহ্য ভাবনার ধারক।
দোলনচাঁপা (প্রেমের কাব্য এবং প্রথম কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে), ভাঙার গান (১৯২৪), বিষের বাঁশি (নিষিদ্ধ ২২ অক্টোবর ১৯২৪ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৭ এপ্রিল ১৯৪৫), ছায়ানট (১৯২৪), চিত্তনামা, ঝিঙেফুল (শিশুতোষ কাব্য), সাতভাই চম্পা, সর্বহারা (১৯২৬), সিন্ধু হিন্দোল (প্রেমকাব্য এবং এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা-দারিদ্র্য), চক্রবাক, সন্ধ্যা (এ কাব্যের অন্যতম কবিতা 'চল চল চল' এর ২১ চরণ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত), প্রলয়শিখা (এ কাব্যের জন্য কবি ৬ মাস কারাভোগ করেন), মরুভাস্কর (মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনীগ্রন্থ), সঞ্চিতা (এটি কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়), সাম্যবাদী, ফণি-মনসা, পূবের হাওয়া, নির্ঝর, নতুন চাঁদ (১৯৩৯), চন্দ্রবিন্দু (হাসি ও ব্যঙ্গের কাব্য), সাম্যবাদী (এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতা-নারী, মানুষ, সাম্যবাদী, কুলিমজুর)।
২. উপন্যাস: বাঁধনহারা (বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস এবং কবির প্রথম উপন্যাস), মৃত্যুক্ষুধা (ত্রিশাল গ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত), কুহেলিকা (রাজনৈতিক উপন্যাস)।
৩. গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান (প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ), রিক্তের বেদন, শিউলিমালা এ গ্রন্থের গল্প- পদ্ম-গোখরা, জিনের বাদশা, শিউলিমালা।

৪. প্রবন্ধগ্রন্থ: রাজবন্দীর জবানবন্দি (১৯২৩), যৌবনের গান, যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী।
৫. অনুবাদগ্রন্থ: রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ।
৬. নাটক: ঝিলিমিলি (তাঁর প্রথম নাট্যগ্রন্থ), আলেয়া, পুতুলের বিয়ে।
৭. চলচ্চিত্র: ধূপছায়া (১৯৩১) এবং ধ্রুব (নজরুল অভিনীত)।
৮. গানের সংকলন: বুলবুল, চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, চন্দ্রবিন্দু, গুলবাগিচা, বনগীতি, গানের মালা, রাঙা জবা।

♦ গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ:

• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

১. তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার/ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। (মানসী কাব্যের অনন্ত প্রেম কবিতা)
২. কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।
সন্ধ্যবেলায় দীপ জ্বালার আগে
সকালবেলায় সলতে পাকানো। (যোগাযোগ)
৩. কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
৪. প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে?
৫. কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে।
৬. শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির;
লিখে রেখ, এক ফোঁটা দিলেম শিশির [এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য- অকৃতজ্ঞতা]
৭. কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করি সে মরে নাই। (ছোটগল্প 'জীবিত ও মৃত')
৮. শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়। (সমাপ্তি)
৯. যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি, এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি। (শেষের কবিতা-উপন্যাস)।
১০. একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা। (সোনার তরী)
১১. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা। (বলাকা)
১২. ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। (রবীন্দ্রসংগীত)
১৩. মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না। (মরীচিকা, উৎসর্গ)
১৪. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। (কড়ি ও কোমল, কবিতার নাম- প্রাণ)
১৫. এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি-
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। (দুই বিঘা জমি)
১৬. তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি। (তোমার সৃষ্টির পথ- শেষলেখা)
১৭. এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।
১৮. আজ হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার
কবিতাখানি কৌতুহলভরে (১৪০০ সাল-চিত্রা)
১৯. মরণরে, তুঁহ মম শ্যাম সমান! (ভানুসিংহের পদাবলী)
২০. বাদলা হাওয়া মনে পড়ে ছেলে বেলার গান-
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান। (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর)
২১. গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হলো সারা। (সোনার তরী)
২২. ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়ে ভরি। (সোনার তরী)
২৩. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগণেতে উঠিলেন চাঁদা- কেরোসিন বলি উঠে এসো মোর দাদা! (কুটুম্বিতা বিচার-কণিকা)
২৪. হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
(হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে- গীতাঞ্জলি)
২৫. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। (নৈবেদ্য)
২৬. আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। (দেশাত্মবোধক গান)
২৭. যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম, এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইয়বার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই। (হৈমন্তী)
২৮. মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। (সভ্যতার সংকট)
২৯. আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। (রাজা)
৩০. আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহ বিশ্বাস করি না।

- কাজী নজরুল ইসলাম:

১. কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী। (নারী)
২. রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ। (নজরুলগীতি)
৩. মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য। (বিদ্রোহী)
৪. আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস! (বিদ্রোহী)
৫. আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ। (বিদ্রোহী)
৬. সাম্যের গান গাই- আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। (নারী)
৭. গাহি সাম্যের গান, ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান। (জীবন বন্দনা)
৮. গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। (মানুষ)
৯. কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারিগান, লা শরীক আল্লাহ। (খেয়াপারের তরণী)
১০. ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছ তারা, দিবে কোন বলিদান। (কাণ্ডারী হুশিয়ার)
১১. দে দারিদ্র্য তুমি, মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ, খ্রীস্টের সম্মান কণ্টক-মুকুট শোভা। (দারিদ্র্য)
১২. বউ কথা কও, বউ কথা কও, কও কথা অভিমানিনী,
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী। (নজরুলগীতি)
১৩. নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ! মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে। (খেয়াপারের তরণী)
১৪. বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার
করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। (নারী)
১৫. দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নীটে ফেলে। (কুলি মজুর)
১৬. কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা, দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা। (দারিদ্র্য)
১৭. চাষী ওরা, নয়কো চাষা, নয়কো ছোট লোক।

বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'তুই কি কাজ করবি, না মার খাবি?'–এই বাক্যের 'কী' অব্যয়ের ব্যবহার হয়েছে- [পররাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয় (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-০১]
ক. প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় খ. শাসন করায় গ. বিরক্তি প্রকাশে ঘ. ক্রোধ প্রকাশে উ: গ

২. 'বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি' এ বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ? [সিএজি ডিফেন্স ফাইন্যান্স (অডিটর)-১৯]
ক. যৌগিক ক্রিয়া খ. প্রযোজক ক্রিয়া গ. অনুক্ত কর্ম ঘ. সমধাতুজ কর্ম উ: ঘ

৩. 'মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছে'–এ বাক্যে 'দেখাচ্ছে' কোন ক্রিয়া? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. অসমাপিকা খ. সমাপিকা গ. দ্বিকর্মক ঘ. প্রযোজক উ: ঘ

৪. ব্যথার দান কী? কে লেখেন? [ইসলামী ব্যাংক সহ. অফিসার-০৩]
ক. গল্প, নজরুল ইসলাম খ. গল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কবিতা, আলাওল ঘ. প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র উ: ক

৫. কোনটি নজরুল রচিত নাটক নয়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও বিভাগে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৯]
ক. ঝিলিমিলি খ. পদ্মাবতী গ. আলেয়া ঘ. পুতুলের বিয়ে উ: খ

৬. 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা? [৩৯তম বিসিএস]
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. কবিতা ঘ. ভ্রমণ কাহিনী উ: ক

৭. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি? [৩২তম বিসিএস, পিএসসি সহ. পরিচালক-১৬]
ক. পদ্মরাগ খ. পদ্মগোখরা গ. পদ্মপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী উ: খ

৮. কাজী নজরুল ইসলামের রচিত উপন্যাস কোনটি? [২৬তম ও ২৪তম বিসিএস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ (নার্স)-১৬, অডিটর (সিএজি)-১৪, সিনিয়র একাউন্ট ক্লার্ক-১৪]
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. আলেয়া গ. ঝিলিমিলি ঘ. মধুমালা উ: ক

৯. 'পদ্মগোখরা' গল্পটির রচয়িতা কে? [স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী উ: ক

১০. কাজী নজরুলের ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে- [দুর্নীতি দমন কমিশনে পরিদর্শক-১৩]
ক. নদীয়ার চাঁদ সড়কের জনজীবন খ. ত্রিশাল গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন
গ. কুমিল্লার দৌলতপুরের কৃষকজীবন ঘ. হুগলীর তাজপুরের গ্রামীণ জীবন উ: ক

১১. রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর একটি চরিত্র- [রেল মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর-২১]
ক. প্রত্যুষ খ. মহিম গ. মেহের আলি ঘ. নবীন মধাব উ: গ

১২. 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।- এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নবীনচন্দ্র সেন গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. সুফী মোতাহার হোসেন উ: ক

১৩. শান্তিনিকেতন কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০১ সালে খ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬৩ সালে
গ. দ্বারকানাথ ঠাকুর, ১৮৫৮ সালে ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৮৭০ সালে উ: খ

১৪. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৬, অডিটর (সিএজি)-১৪]
ক. ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ খ. ৭ বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ গ. ২৭ বৈশাখ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ঘ. ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ উ: ক

১৫. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কত সালে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন? [আমদানি-রপ্তানি নির্বাহী অফিসার-০৮]
ক. ১৯১৮ সালে খ. ১৯১৯ সালে গ. ১৯২০ সালে ঘ. ১৯২১ সালে উ: খ

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল? [৩৫তম বিসিএস]
ক. খুলনার দক্ষিণ ডিহি খ. ছোটনাগপুর মালভূমি গ. যশোরের কেশবপুর ঘ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ উ: ক

১৭. 'ঠাকুর' পরিবারের আসল পদবি ছিল- [বিজেএস-১১, প্রাকপ্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৫]
ক. কুশারী খ. মুখোপাধ্যায় গ. শাস্ত্রী ঘ. ঘোষ উ: ক

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান কত সালে? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহ. প্রোগ্রামার-২০, সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৮, বিটিভির সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১০, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-১৬]
ক. আগস্ট ১৯১৩ সালে খ. সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে গ. অক্টোবর ১৯১৩ সালে ঘ. নভেম্বর ১৯১৩ সালে উ: ঘ

১৯. রক্তকরবী নাটকটির রচয়িতা কে? [পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন পদ-২০, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. ইব্রাহীম খাঁ উ: ক

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে- [৩৯তম বিসিএস]
ক. জামাই বারিক খ. বিবাহ-বিভ্রাট গ. হিতে বিপরীত ঘ. বৈকুণ্ঠের খাতা উ: ঘ

২১. 'বিসর্জন' কার রচনা? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-০৯]
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের খ. শরৎচন্দ্রের গ. সৈয়দ মুজতবা আলীর ঘ. রবীন্দ্রনাথের উ: ঘ

২২. 'কালের যাত্রা' নাটকটির রচয়িতা- [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অমৃতলাল বসু গ. রবীনচন্দ্র সেন ঘ. মনোমোহন বসু উ: ক

২৩. চোখের বালি উপন্যাসের রচয়িতা কে? [টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইন্সট্রাক্টর-১৮]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: গ

২৪. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম- [প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)-০৪]
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ. মহেন্দ্র ও বিনোদিনী গ. সুরেশ ও অচলা ঘ. মধুসূদন ও কুমুদিনী উ: খ

২৫. 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থটি কার রচিত? [পিএসসি এর সহ. পরিচালক-১৬]
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. দীনবন্ধু মিত্র গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

২৬. 'বহু যুবককে দেখিয়াছি-যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি'-এই উক্তিটি কোন লেখকের? [উপসহ. প্রকৌশলী (বিটিভি)-১১]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী উ: খ

২৭. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহ. প্রকৌশলী-১৩]
ক. বেলা শেষের গান খ. নিশান্তিকা গ. হেমন্ত গোধুলী ঘ. পূবের হাওয়া উ: ঘ

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ঝিঙেফুল' কোন শ্রেণির কবিতা?
ক. বিদ্রোহপ্রধান খ. প্রেমপ্রধান গ. শিশুতোষ ঘ. শোকগাথা উ: গ

২৯. 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কন্টক মুকুট শোভা'-কবিতাংশটি কোন কবির কবিতার অংশ? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-০৯]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. কায়কোবাদ ঘ. কামিনী রায় উ: খ

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম নিম্নের কোন সাহিত্যকর্মটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন? [সোনালী ব্যাংক অফিসার-১৮]
ক. সঞ্চিতা খ. বিশেষ বাঁশি গ. ব্যথার দান ঘ. রাজবন্দীর জবানবন্দী উ: ক

৩১. 'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'-পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. ফররুখ আহমদ উ: ক

৩২. কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [সাব-রেজিস্ট্রার-০৩]
ক. প্রবাসী খ. ভারতবর্ষ গ. লাঙ্গল ঘ. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা উ: গ

৩৩. আমি ..... এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ববিধাত্রীর। [জনতা ব্যাংক (এক্সিকিউটিভ অফিসার)-১২]
ক. ঝঞ্ঝা খ. হাম্বীর গ. চির দুর্দম ঘ. ধূর্জটি উ: ঘ

৩৪. 'তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে'-কোন কবিতার চরণ? [প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান-১৭]
ক. ভোরের পাখি খ. সকাল সকাল গ. খোকার সাধ ঘ. শীতের সকাল উ: গ

৩৫. কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায়? [বিজেএস-১৪, সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. মোসলেম ভারত খ. বিজলী গ. দৈনিক নবযুগ ঘ. ধূমকেতু উ: ক

৩৬. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি লিখেছেন- [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান-১৭]
ক. জীবনানন্দ দাস খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান উ: গ

৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেন? [১৬তম বিসিএস]
ক. চিত্তরঞ্জন দাসকে খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গ. বীরজাসুন্দরী দেবীকে ঘ. প্রমীলা দেবীকে উ: খ

৩৮. 'বউ কথা কও, বউ কথা কও কও কথা অভিমানিনী সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী'-এই কবিতাংশটুকুর কবি কে? [১৪তম বিসিএস]
ক. বেনজীর আহমেদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

৩৯. 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান'-লাইনটি কার রচনা? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-১৭]
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. জসীমউদ্‌দীন উ: খ

৪০. 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেছেন? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-৯৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. জসীমউদ্‌দীন গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বন্দে আলী মিয়া উ: গ

৪১. কোন কাব্যগ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নয়? [হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ডাক ও টেলিযোগাযোগ)-০৩]
ক. রক্তরাগ খ. সিন্ধু হিল্লোল গ. ছায়ানট ঘ. অগ্নিবীণা উ: ক

৪২. 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার'-গানটির রচয়িতা কে? [বিআরসি অফিসার-৯৯]
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. ফররুখ আহমদ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী উ: গ

৪৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়- [দুদক পরিদর্শক-০৪]
ক. ১৯২০ সালে খ. ১৯২১ সালে গ. ১৯২২ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে উ: গ

৪৪. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি কে রচনা করেন? [চীফ ইন্সট্রাক্টর-০৩]
ক. সোমনাথ লাহিড়ী খ. কবি কায়কোবাদ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কাজী কাদের নওয়াজ উ: গ

৪৫. 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য' নজরুল ইসলামের- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রোগ্রামার-১৭, দুদক পরিদর্শক-০৪]
ক. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার একটি চরণ খ. 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি চরণ
গ. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতার একটি চরণ ঘ. 'শাতিল আরব' কবিতার একটি চরণ উ: খ

৪৬. 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে'-এই কবিতাংশটি কোন কবিতার অন্তর্গত? [সহ. বিস্ফোরক পরিদর্শক-০৩]
ক. বিদ্রোহী খ. কামাল পাশা গ. অগ্রপথিক ঘ. আমার কৈফিয়ৎ উ: ঘ

৪৭. 'ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে'-কে এই দামাল ছেলে? [৪৩তম বিসিএস]
ক. চিত্তরঞ্জন দাস খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. কামাল পাশা ঘ. সুভাষ বসু উ: গ

৪৮. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [৩১তম ও ১৯তম বিসিএস, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হিসাব সহ.-২০, পরিবেশ অধিদপ্তরে কম্পিউটার অপারেটর-২০, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহ. সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, সিনিয়র স্টাফ নার্স-১৭, মিডওয়াইফ-১৭]
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি গ. দোলনচাঁপা ঘ. বাঁধনহারা উ: ক

৪৯. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত? [২৬তম বিসিএস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপ-সহ. প্রকৌশলী (পূর্ত)-২০, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহ. পরিচালক-১৬]
ক. সাম্যবাদী খ. বিষের বাঁশি গ. সিন্ধু হিল্লোল ঘ. নতুন চাঁদ উ: গ

৫০. 'ফণিমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১১]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান উ: ক

৫১. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [২৮তম বিসিএস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহ. পরিচারখ-১৮, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনি. স্টাফ নার্স-১৬]
ক. ধূমকেতু খ. সবুজপত্র গ. ভারতী ঘ. সওগাত উ: ক

৫২. 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭, নার্সিং ও মিডওয়াইফ অধিদপ্তরের মিডওয়াইফ-১৭]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. শামসুর রাহমান গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শওকত ওসমান উ: গ

৫৩. কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ভারতের নিম্নোক্ত জাতীয় পদক আদান করা হয়- [প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সহ. পরিচালক-১৭]
ক. পদ্মশ্রী খ. পদ্মভূষণ গ. পদ্মবিভূষণ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

৫৪. কোন সাহিত্যিক 'ব্যাঙাচি' ছদ্মনামে লিখতেন? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৬]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. জীবনানন্দ দাশ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত উ: গ

৫৫. কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সালে ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়? [সহ. পরিচালক (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)-১৫, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার-৯৩]
ক. ১৯৭২ সালের ১৪ মে খ. ১৯৭২ সালের ২৪ মে গ. ১৯৭৪ সালের ১২ মে ঘ. ১৯৭৩ সালের ২২ মে উ: খ

৫৬. ধূমকেতু কোন কবির ছদ্মনাম? [হিসাবরক্ষক/ কোষাধ্যক্ষ (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)-১১]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: গ

৫৭. 'তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা'-কার রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কাজী ইমদাদুল হক গ. মোজাম্মেল হক ঘ. শেখ ফজলুল করিম উ: ক

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম অভিনীত চলচ্চিত্রের নাম কী? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক-১৮]
ক. পাতালপুরী খ. গোরা গ. ধ্রুব ঘ. গ্রহের ফের উ: গ

৫৯. কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক. বিষের বাঁশি খ. যুগবাণী গ. ভাঙার গান ঘ. প্রলয় শিখা উ: খ

৬০. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন পুরস্কার প্রদান করা হয়? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপসহ. প্রকৌশলী (পূর্ত)-২০]
ক. স্বাধীনতার পুরস্কার খ. একুশে পদক গ. বাংলা একাডেমি পদক ঘ. জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উ: খ

৬১. 'চারু' ও 'অমল' চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের চরিত্র? [অগ্রণী ব্যাংক লি. (সিনিয়র অফিসার)-১৩]
ক. একরাত্রি খ. জীবিত ও মৃত গ. সমাপ্তি ঘ. নষ্টনীড় উ: ঘ

৬২. 'রতন' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কোন ছোটগল্পের? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর-১৮, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট-১৮]
ক. ডাকঘর খ. পোস্ট মাস্টার গ. স্ত্রীর পত্র ঘ. ছুটি উ: খ

৬৩. 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'-উক্তিটি কোন গল্প লেখকের? [সহ. পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (বিআরডিবি)-০৭]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৬৪. 'পোস্ট মাস্টার' ছোট গল্পটির রচয়িতা কে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান/হিসাবরক্ষক-২১, প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান-১৭]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. বিহারীলাল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৬৫. 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ? [২৭তম বিসিএস]
ক. একরাত্রি খ. শুভা গ. সমাপ্তি ঘ. পোস্ট মাস্টার উ: গ

৬৬. 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? [৩৮তম বিসিএস]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. মীর মশাররফ ঠাকুর ঘ. সৈয়দ শামসুল হক উ: খ

৬৭. 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা? [৪০তম বিসিএস]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনউ: খ

৬৮. 'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের কোন জাতীয় রচনা?
ক. পত্র খ. উপন্যাস গ. প্রবন্ধ ঘ. ভ্রমণকাহিনী উ: ঘ

৬৯. 'কালান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা কে? [উপজেলা/ থানা সহ. শিক্ষক অফিসার-১২]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৭০. 'পঞ্চভূত' কার লেখা? [বিআরবি অফিসার-০৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. হুমায়ুন আহমেদ উ: খ

৭১. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কবিতার সংকলন? [২৪তম বিসিএস, বাংলাদেশ জুটমিল কর্পোরেশন-১৭, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ. মোহিতলাল মজুমদার ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

৭২. কাজী নজরুল ইসলামের নামের সাথে জড়িত 'ধূমকেতু' কোন ধরনের প্রকাশনা? [২৪তম বিসিএস]
ক. কবিতা খ. পত্রিকা গ. উপন্যাস ঘ. ছোটগল্প উ: খ

৭৩. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি? [২২তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৩, সাব-রেজিস্টার-১২, সহ. আবহাওয়াবিদ-০৪]
ক. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী খ. মুক্তি গ. পদ্মগোখরা ঘ. বিদ্রোহী উ: ক

৭৪. বাউল মতের প্রতি শিক্ষিত মহলকে উৎসুক করে তোলেন কে? [সার্কেল এডজুটেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-১০]
ক. লালন ফকির খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. মধাব বিবি ঘ. ফরিদা পারভীন উ: খ

৭৫. 'কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।
সন্ধ্যা বেলায় জ্বালার আগে
সকাল বেলায় সলতে পাকানো।' কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত? [৪০তম বিসিএস]
ক. নৌকাডুবি খ. চোখের বালি গ. যোগাযোগ ঘ. শেষের কবিতা উ: গ

৭৬. কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ? [৩৪তম ও ১৬তম বিসিএস, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২]
ক. বিষবৃক্ষ খ. গণদেবতা গ. আরণ্যক ঘ. ঘরে বাইরে উ: ঘ

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস? [২৪তম বিসিএস, বিজেএস-১০, পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক-১৪]
ক. শেষের কবিতা খ. বলাকা গ. ডাকঘর ঘ. কালান্তর উ: ক

৭৮. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত ..... [১০ম বিসিএস, সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-০৯]
ক. কবিতার নাম খ. গল্প সংকলনের নাম গ. উপন্যাসের নাম ঘ. কাব্য সংকলনের নাম উ: গ

৭৯. শেষের কবিতা কী? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে হিসাব সহ.-১৩, সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১১]
ক. কাব্য খ. কাব্যোপন্যাস গ. গীতিকবিতা ঘ. উপন্যাস উ: ঘ

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়? [প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-০৬]
ক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ. সুকুমার সেন গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. পবিত্র সরকার উ: ক

৮১. 'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না'-বলেছেন- [হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ডাক ও টেলিযোগাযোগ)-০৩]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৮২. 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' এটি কার লেখা? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রোগ্রামার-১৭]
ক. বিদ্যাপতি খ. লালন শাহ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৮৩. 'আনন্দলোক মঙ্গলালাকে বিরাজ সত্য সুন্দর'-এই শ্বাশত বাণী রচনা করেছেন কে? [উপজেলা/ থানা সহ. শিক্ষা অফিসার-১৩]
ক. নজরুল খ. রবীন্দ্রনাথ গ. রজনীকান্ত ঘ. অতুল প্রসাদ উ: খ

৮৪. 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।- চরণদ্বয় রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অংশ? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৫]
ক. পুরাতন ভৃত্য খ. নিষ্ফল উপহার গ. দুই বিঘা জমি ঘ. দেবতার গ্রাস উ: গ

৮৫. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ নয়? [সহ. পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (বিআরডিবি)-০৭]
ক. সোনার তরী খ. সেঁজুতি গ. ক্ষণিকা ঘ. ফাল্গুনী উ: ঘ

৮৬. রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তর পরিদর্শক-১২, উপপরিচালক (কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)-০৭]
ক. সোনার তরী খ. মানসী গ. বনফুল ঘ. পত্রপুট উ: গ

৮৭. 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার-১৬, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহ. পরিচালক-১৩]
ক. অতুলপ্রসাদ সেন খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মোহিতলাল মজুমদার উ: গ

৮৮. 'সবুজের অভিযান' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য থেকে সংকলিত? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১০]
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা গ. নৈবদ্য ঘ. চিত্র উ: খ

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [সহ. পরিচালক (বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)-১১]
ক. মানসী খ. চিত্রা গ. সোনারতরী ঘ. বলাকা উ: খ

৯০. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [৩৮তম ও ২০তম বিসিএস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকিউটর-২০, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১০]
ক. শেষ প্রশ্ন খ. শেষ লেখা গ. শেষের কবিতা ঘ. শেষের পরিচয় উ: খ

৯১. 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কোন কবিতার অংশ? [৪৩তম বিসিএস]
ক. অনন্ত প্রেম খ. উপহার গ. ব্যক্ত প্রেম ঘ. শেষ উপহার উ: ক

৯২. 'আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতার কাহার চরণতলে দিব নিছনি।' রবীন্দ্রনাথের এ গানে 'নিছনি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. অপনোদন অর্থে খ. পূজা অর্থে গ. বিলানো অর্থে ঘ. উপহার অর্থে উ: খ

৯৩. 'একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা'-রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার চরণ? [৩৬তম বিসিএস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. চিত্রা খ. বলাকা গ. সোনার তরী ঘ. সাধারণ মেয়ে উ: গ

৯৪. কোনটি রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? খ. অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আত্মদান।
গ. প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই, হেরি তার কল খানে? ঘ. কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে। উ: খ

৯৫. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-এর রচয়িতা- [২৬তম ও ২২তম বিসিএস, পিএসসি এর সহ. পরিচালক-১৬]
ক. ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ. চণ্ডীদাস গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ভারত চন্দ্র উ: গ

৯৬. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিল ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'-রবীন্দ্রনাথে কোন কাব্যের কবিতা? [২৫তম বিসিএস]
ক. বলাকা খ. সোনার তরী গ. চিত্রা ঘ. পুনশ্চ উ: ক

৯৭. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংলকলন? [২২তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জসীমউদ্‌দীন উ: খ

৯৮. কোন কবিতা হতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন? [তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-০৬]
ক. বলাকা খ. পুনশ্চ গ. খাপছাড়া ঘ. সেঁজুতি উ: খ

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গতিবাদ-তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছে কোন কাব্যে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)-১৬]
ক. বলাকা খ. চৈতালি গ. নৈবেদ্য ঘ. কণিকা উ: ক

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস, সহ. পরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর)-১১]
ক. ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময় খ. বিধাবিপত্তি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে
গ. প্রকৃতি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ঘ. ভাঙার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয় উ: ক

১০১. 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'-চরণ দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতায় উল্লেখ আছে? [১০ম বিজেএস-১৬]
ক. সোনার তরী খ. নূতন গ. প্রাণ ঘ. পুরাতন উ: গ

১০২. অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে? [সহ. লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার-১৮]
ক. বাক্যের শেষে খ. শব্দের পূর্বে গ. শব্দের পরে ঘ. শব্দের মধ্যে উ: গ

১০৩. আছো তুমি জগৎ মাঝারে।- এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [সমাজসেবা অধিদপ্তর (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)-১৬]
ক. বাইরে খ. ব্যাপ্তি গ. মধ্যে ঘ. সঙ্গে উ: খ

১০৪. 'অনুসর্গ' সম্পর্কে কোনটি সঠিক নয়? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-০৭]
ক. ধাতুর পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে খ. কখনো কখনো বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হয়
গ. বাক্যের অর্থ সম্পাদনে সাহায্য করে ঘ. কখনো বাক্যের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয় উ: ক

১০৫. কোনটি বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হয়? [সহ. পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৫]
ক. শব্দ বিভক্তি খ. অনুসর্গ গ. উপসর্গ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

১০৬. 'হাসি দিয়ে ঘর ভরিয়ে রাখতো সে।- বাক্যটিতে 'দিয়ে'- [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অডিটর-১৯, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১৫]
ক. অব্যয় খ. প্রত্যয় গ. অনুসর্গ ঘ. উপসর্গ উ: গ

১০৭. 'কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া'। 'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে? [বিদ্যু, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, মন্ত্রণালয়ের নিরা. কর্মকর্তা-১৯]
ক. নিমিত্ত খ. প্রসঙ্গ গ. ব্যাপ্তি ঘ. প্রার্থনা উ: ক

১০৮. 'কী বিপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না'- 'কী' কোন অর্থে প্রকাশ করছে? [বিদ্যু, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা-১৯]
ক. বিস্ময় খ. বিড়ম্বনা গ. আনন্দ ঘ. বিরক্তি উ: ঘ

১০৯. 'এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম'- এ বাক্যে 'তরে' অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [পানি উন্নয়ন বোর্ড (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)-১৯]
ক. জন্যে খ. মতো গ. সহকারে ঘ. ন্যায় উ: খ

১১০. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে- [৩৯তম ও ১৮তম বিসিএস, ১৫তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৯, বাংলাদেশ বেতার (সহ-সম্পাদক)-১৯, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ক্রেডিট সুপারভাইজার)-১৯]
ক. প্রাতিপদিক খ. সাধিত শব্দ গ. নামপদ ঘ. ক্রিয়াপদ উ: ক

১১১. 'প্রাতিপদিক' কী? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-১৭]
ক. সাধিত শব্দ খ. বিভক্তিযুক্ত শব্দ গ. বিভক্তিহীন নাম শব্দ ঘ. প্রত্যয়যুক্ত শব্দ উ: গ

১১২. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? [২০তম বিসিএস, ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮, সাব রেজিস্ট্রার-১৬]
ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. ব্যথার দান গ. অগ্নিবীণা ঘ. নবযুগ উ: খ

১১৩. শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে- [সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১৯, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহ. নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং-১৯, সহ. লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার-১৮, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৮]
ক. প্রকৃতি খ. ধাতু গ. বিভক্তি ঘ. কারক উ: খ

১১৪. 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলে, কেষ্টা বেটাই চোর'- 'হারায়' কোন ধাতু? [২৬তম বিসিএস, সমাজসেবা অধিদপ্তর (উপসহ. পরিচালক)-০৫]
ক. প্রযোজ্য ধাতু খ. ভাববাচ্যের ধাতু গ. সংযোগমূলক ধাতু ঘ. প্রযোজক ধাতু উ: ক

১১৫. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কী বলে? [সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে উপসহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৯, নির্বাচন কমিশনে অফিস সহায়ক-১৯, ভোক্তা অধিকার (ব্যক্তিগত সহ.)-১৩, সহ. তথ্য অফিসার-১৩]
ক. বিভক্তি খ. কারক গ. ধাতু ঘ. প্রত্যয় উ: গ

১১৬. কাজটি ভালো দেখায় না।- এই বাক্যে 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ? [সিএজি কার্যালয়ে গবেষণা কর্মকর্তা-৯৮]
ক. মৌলিক ধাতুর খ. নাম ধাতুর গ. প্রযোজক ধাতুর ঘ. কর্মবাচ্যের ধাতুর উ: ঘ

১১৭. 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ? [২৪তম বিসিএস, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (ব্যক্তিগত সহ.)-১৯]
ক. সন্ধিজনিত খ. প্রত্যয়জনিত গ. উপসর্গজনিত ঘ. বিভক্তিজনিত উ: খ

১১৮. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]
ক. আন খ. আই গ. আল ঘ. আও উ: খ

১১৯. 'ষঃ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের কী হয়? [থানা সহ. শিক্ষা অফিসার-০৬]
ক. বৃদ্ধি খ. গুণ গ. আগম ঘ. ইৎ উ: ক

১২০. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী? [প্রাক-প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৪, থানা শিক্ষা অফিসার-৯৯]
ক. বাক্যে অলংকার খ. শব্দে মিলন গ. ভাষা সংশোধন ঘ. নতুন শব্দ গঠন উ: ঘ

১২১. প্রত্যয় কত প্রকার? বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৪, প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক-১২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর (হিসাব সহ.)-১১]
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার উ: ক

১২২. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ. শিক্ষক)-১১]
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. ধ্বনিতত্ত্ব উ: খ

১২৩. 'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে? [বিআরডিবি (সহ. পরিচালক-প্রশাসন)-১৩]
ক. প্রত্যয়যোগে খ. সন্ধিযোগে গ. উপসর্গযোগে ঘ. বচনের সাহায্যে উ: ক

১২৪. 'ফোঁড়ন' শব্দটি গঠিত হয়েছে? [পিকেএসএফ (অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার)-১৪]
ক. প্রত্যয়যোগে খ. সমাসযোগে গ. উপসর্গযোগে ঘ. সন্ধিযোগে উ: ক

১২৫. কোনটি 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ? [১৫তম সহ. শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]
ক. শৈব খ. সৌর গ. দৈব ঘ. চৈত্র উ: খ

১২৬. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? [খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (সহ. সচিব/ সহ. পরিচালক)-১৯]
ক. সভাসদ খ. শুভেচ্ছা গ. ফলবান ঘ. তন্বী উ: খ

১২৭. 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [৩৮তম বিসিএস, পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যানবিদ-২০]
ক. শ্রৎ + √ধা + অ + আ খ. শ্রৎ + √ধা + আ গ. শ্র + √ধা + আ ঘ. শ্রু + √ধা + আ উ: ক

১২৮. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস, ঢাকা ওয়াসা (উপসহ. প্রকৌশলী-সিভিল)-১৯, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা-১৯]
ক. চামার খ. ধারালো গ. মোড়ক ঘ. পোষ্টাই উ: গ

১২৯. 'ছিন্ন' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১৮]
ক. ছিদ+ন্ন খ. ছিদ+ক্ত গ. ছিন+ন ঘ. ছিদ+ন উ: খ

১৩০. 'নেতা' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [বিটিভির সহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭]
ক. √নি+তৃ খ. √নী+তা গ. √নে+তাই ঘ. √নৃ+তা উ: খ

১৩১. 'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? [১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. √বক্+তব্য খ. √বক্ত+অব্য গ. √বক্ত+ব্য ঘ. √বচ্+তব্য উ: ঘ

১৩২. 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় কোনটি? [১৩তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৬]
ক. নী+অন খ. নে+অন গ. নৌ+অন ঘ. নয়+ন উ: ক

১৩৩. 'দীপ্যমান' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় সঠিক কোনটি? [১৫তম সহ. শিক্ষক নিবন্ধন-১৯, ১৪তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৭]
ক. √দীপ্য+মান খ. √দিপ্য+মানচ গ. √দীপ+ শামচ ঘ. √দিপ+শানচ উ: ঘ

১৩৪. 'কার্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি ঠিক? [অধীক্ষক-৯৮]
ক. কৃ+র্য খ. কর্+য্য গ. কৃ+য ঘ. কর্+র্য্য উ: গ

১৩৫. কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে? [চীফ ইনস্ট্রাক্টর (ননটেক)-০৩]
ক. শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে খ. অর্থের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে
গ. ধাতুর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে ঘ. উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে উ: গ

১৩৬. ধাতুর পরে কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয়- [সমাজসেবা অধিদপ্তর (উপসহ. পরিচালক)-০৫]
ক. তদ্ধিতান্ত শব্দ খ. কৃদন্ত শব্দ গ. যোগরূঢ় শব্দ ঘ. সমাসবদ্ধ শব্দ উ: খ

১৩৭. 'নায়ক' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? [সরকারি মাধ্যমিক সহ. শিক্ষক-১১]
ক. নৈ+অক খ. নে+অক গ. নী+অক ঘ. নি+অক উ: ক

১৩৮. গুণ ও বৃদ্ধি বলা হয়- [১৫তম সহ. শিক্ষক নিবন্ধন-১৯]
ক. কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বরের পরিবর্তনকে খ. কৃ-প্রকৃতির অন্তস্বরের পরিবর্তনকে
গ. নাম-প্রকৃতির পরিবর্তনকে ঘ. প্রাতিপদিকের পরিবর্তনকে উ: ক

১৩৯. 'দর্শনীয়' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়- [১৬তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৯]
ক. √দর্শন+ইয় খ. √দৃশ্+অনীয় গ. √দৃশ্য+নীয় ঘ. √দর্শন+ঈয় উ: খ

১৪০. 'শান্তি' শব্দের প্রকতি-প্রত্যয় কোনটি? [বাংলাদেশ বেতার সহ-সম্পাদক-১৯]
ক. √শাম+তি খ. √শম+ক্তি গ. √শান্ত+ঈ ঘ. √শম+ক্তি উ: ঘ

১৪১. 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
ক. কৃষ্+তি খ. কৃষ্+টি গ. কৃ+ইষ্টি ঘ. কৃষ্+ইষ্টি উ: ক

১৪২. 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়- [৪০তম বিসিএস]
ক. সর্বঙ্গ+ইন খ. সর্ব+অঙ্গীন গ. সর্ব+ঙ্গীন ঘ. সর্বাঙ্গ+ঈন উ: ঘ

১৪৩. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি? [৩০তম বিসিএস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর-১৮]
ক. সহ+চর+র্য খ. সহচর+ৎ ফলা গ. সহচর+য ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

১৪৪. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী? [২৭তম বিসিএস]
ক. মাছ+ও খ. মেছ+ও গ. মাছি+উয়া > ও ঘ. মাছ+উয়া > ও উ: ঘ

১৪৫. 'বার্ষিক' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? [উপ-সহ. প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যান/সিভিল-১৮]
ক. বর্ষ+ষ্ণিক খ. ব+ষ্ণিক গ. বরষ+ইক ঘ. বর্ষা+ষ্ণিক উ: ক

১৪৬. 'প্রচলিত' শব্দটি কোন প্রত্যয়যোগে গঠিত? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. ইত প্রত্যয় খ. ই প্রত্যয় গ. ঈয় প্রত্যয় ঘ. তা প্রত্যয় উ: ক

১৪৭. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১৮]
ক. লাগোয়া খ. ঝলক গ. চামার ঘ. ঘাটতি উ: ঘ

১৪৮. প্রত্যয়ের কোন নিয়মটি সঠিক? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. নীল+মা = নীলিমা খ. নীল+ইমন = নীলিমা গ. নী+ইলিমা = নীলিমা ঘ. নিলী+মা = নীলিমা উ: খ

১৪৯. 'জেলে'-এর সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কী? [পল্লী বিদ্যুৎ (উপসহ. প্রকৌশলী-সিভিল)-১৬]
ক. জেল+এ খ. জাল+ইয়া গ. জাল+আ ঘ. জালা+এ উ: খ

১৫০. 'মশারি' এর প্রকৃতি-প্রত্যয় হচ্ছে- [পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মাঠ কর্মকর্তা-১৩, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান (সহ. পরিদর্শক)-০৫]
ক. মশা+রি খ. মশক+অরি গ. মশা+আরি ঘ. মশা+আরী উ: গ

১৫১. 'মাধ্যমিক' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি? [থানা শিক্ষা অফিসার-৯৯]
ক. মাধ্যমিক+অ খ. মাধ্য+ষ্ণিক গ. মধ্যম+ষ্ণিক ঘ. মাধ্য+মিক উ: গ

১৫২. 'দ্রাঘিমা'র প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (অফিসার ও কারখানা তত্ত্বাবধায়ক)-১১]
ক. দীর্ঘ+ইমন খ. দীর্ঘ+ইমা গ. দীর্ঘ+ইলিশা ঘ. দ্রাঘ+ইমা উ: ক

১৫৩. 'মেধাবী' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহ.-১১]
ক. মেধা+বী খ. মেধা+বিন গ. মেধা+ই ঘ. মিৎ+আবি উ: খ

১৫৪. 'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৬]
ক. মহি+মা খ. মহৎ+ইমন গ. মহা+ইমা ঘ. মহিম+আ উ: খ

১৫৫. 'বর্ষীয়ান' এর প্রত্যয়- [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (উপ-পরিদর্শক)-১৯]
ক. বৃদ্ধ+ইয়স খ. বৃদ্ধ+ঈয়স গ. বৃদ্ধ+ত্রীয়স ঘ. বৃদ্ধ+নীরস উ: খ

১৫৬. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ? [৩৬তম বিসিএস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা-১৯, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহ. জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর)-১৭]
ক. জাত খ. গৈরিক গ. উদ্ধত ঘ. গাম্ভীর্য উ: ঘ

১৫৭. 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।'–এই বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [২৪তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯, SESIP (সহ. পরিদর্শক)-১৯, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ. শিক্ষক-১৩]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষ্য গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষণের বিশেষণ উ: ক

১৫৮. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস, নির্বাচন কমিশন (অফিস সহ./স্টোর কিপার/ক্যাটালগার)-১৯, বাংলাদেশ জুটমিল কর্পোরেশন-১৭, পরিসংখ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার-১৪, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে অফিসার-১৪]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়া-বিশেষণ ঘ. বিশেষ্যের-বিশেষণ উ: ক

১৫৯. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত- [১৪তম বিসিএস, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক্রেডিট সুপারভাইজার-১৯, পরিসংখ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার-১৪, অর্থ মন্ত্রণালয় (অডিটর)-১১]
ক. সমাজ খ. পানি গ. মিছিল ঘ. নদী উ: ঘ

১৬০. 'সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে।'–বাক্যটিতে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [১৫তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-১৯]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয় উ: ক

১৬১. 'শ্যামলতা' এ পদের বিশেষ্য রূপটি হলো- [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ক্যাশিয়ার)-১৮]
ক. শ্যামলিমা খ. শ্যামল্য গ. শ্যামল ঘ. শ্যামলি উ: ক

১৬২. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? [৩৬তম বিসিএস, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন (সহ. পরিচালক/সহ. সচিব)-১৭, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (সহ. সচিব/ সহ. পরিচালক)-১৯]
ক. সভাসদ খ. ফলবান গ. শুভেচ্ছা ঘ. তন্বী উ: গ

১৬৩. 'ঈমানদার' শব্দটির বিশেষ্য রূপ কী? [পিএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষা-১৭]
ক. ঈমান খ. ঈমানি গ. ঈমানত্ব ঘ. ঈমানদারি উ: ক

১৬৪. 'প্রচুর' এর বিশেষ্য রূপ কী? [নির্বাচন কমিশনে অফিস সহায়ক-১৯, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহ. সাব-ইন্সপেক্টর-১৮, বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের টেকনিশিয়ান-১৭]
ক. প্রাচুর্য খ. প্রাচুর্য্য গ. প্রাচুর্যতা ঘ. প্রাচুর্য্যতা উ: ক

১৬৫. 'এ যে আমাদের চেনা লোক'–বাক্যে 'চেনা' কোন পদ? [৩৬তম বিসিএস, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (সহ. সচিব/ সহ. পরিচালক)-১৯, উপ-সহ. প্রকৌশলী ও ড্রাফটম্যাস/সিভিল-১৮, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৮]
ক. বিশেষ্য খ. অব্যয় গ. ক্রিয়া ঘ. বিশেষণ উ: ঘ

১৬৬. 'এ মাটি সোনার বাড়া'–এখানে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [২৭তম বিসিএস, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (সহ. সচিব/সহ. পরিচালক-১৯, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহ. সচিব/সহ. পরিচালক)-১৭]
ক. উপাদানবাচক বিশেষণ খ. রূপবাচক বিশেষণ গ. বিধেয় বিশেষণ ঘ. বিশেষণের অতিশায়ন উ: ঘ

১৬৭. যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকে বলা হয়- [২৩তম বিসিএস]
ক. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য খ. ক্রিয়া বিশেষণ গ. ক্রিয়া বিশেষ্যজাত বিশেষণ ঘ. ক্রিয়া বিভক্তি উ: খ

১৬৮. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন। [১৫তম বিসিএস, নির্বাচন কমিশনে অফিস সহায়ক-১৯]
ক. ইচ্ছাময় খ. ঐচ্ছিক গ. ইচ্ছুক ঘ. অনিচ্ছা উ: খ

১৬৯. 'সর্বজন' এর বিশেষণ কী? [১৪তম বিসিএস, প্রাথমিক সহ. শিক্ষক-১৯]
ক. বিশজন খ. সর্বজনীন গ. বিশ্বজনীন ঘ. ঐশ্বরিক উ: খ

১৭০. 'নীল আকাশ'–এখানে 'নীল' কোন পদ? [বিএডিসি'র কর্মকর্তা-১৭]
ক. বিশেষ্য খ. গুণবাচক বিশেষ্য গ. অব্যয় ঘ. বিশেষণ উ: ঘ

১৭১. 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহ. প্রকৌশলী (সিভিল)-১৭, সহ. পরিবার পরিকল্পনা অফিসার-১৬]
ক. চতুরতা খ. চতুরালি গ. চতুর ঘ. চৈতন্য উ: গ

১৭২. নিচের কোন বাক্যে 'ভালো' বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-০৭, সঞ্চয় পরিদপ্তর (সহ. পরি.)-০৭]
ক. অয়ন ভালো দৌড়াতে পারে খ. ভালো লোক সবার প্রিয় গ. ভালো মানুষ কমই দেখা যায় ঘ. নিজের ভালো কে না চায় উ: ঘ

১৭৩. 'মন্দকে মন্দ বলতেই হবে।'– এ বাক্যের দুই 'মন্দ' নিম্নের কোনটি? [স্বাস্থ্য সহ.-১০]
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. প্রথম বিশেষ্য, দ্বিতীয়টি বিশেষণ ঘ. প্রথমটি বিশেষণ, দ্বিতীয় বিশেষ্য উ: গ

১৭৪. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?' এই বাক্যে 'কী' কোন পদ? [২৪তম বিসিএস]
ক. বিশেষণ খ. অব্যয় গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উ: গ

১৭৫. 'তার কথায় কেউ কেউ দুঃখ পেয়েছে'–এ বাক্যে 'কেউ কেউ' হলো- [দুদক (পরিদর্শক)-০৪]
ক. নির্দেশক সর্বনাম খ. সংগতিবাচক সর্বনাম গ. প্রশ্নসূচক সর্বনাম ঘ. অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম উ: ঘ

১৭৬. ভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? [বাংলাদেশ ব্যাংক (সহ. পরিচালক)-১৫]
ক. বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা খ. বিশেষ্যের পুনরাবৃত্তি দূর করা
গ. বিশেষ্যের অভাব দূর করা ঘ. ভাষার শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি করা উ: খ

১৭৭. তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন'- বাক্যে 'অথচ' কোন প্রকারের অব্যয়? [সোনালী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার)-১৮]
ক. বিয়োজক খ. সংযোজক গ. সংকোচক ঘ. অনন্বয়ী উ: গ

১৭৮. 'ভিক্ষুকটা যে পেছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'–এ বাক্যে 'কী' এর অর্থ কোনটি? [১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-১৭]
ক. ভয় খ. রাগ গ. বিরক্তি ঘ. বিপদ উ: গ

১৭৯. আকাশ শুধু নীল আর নীল- এ বাক্যে 'আর' হচ্ছে- [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (সিনিয় অফিসার)-১৪]
ক. ঘন খ. অব্যয় গ. অনেক ঘ. বিশেষণ উ: খ

১৮০. নিচের কোনটি অব্যয় পদ? [বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (উচ্চমান সহ.)-১৭]
ক. এবং খ. পড়া গ. যদি ঘ. লাল উ: ক

১৮১. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?
ক. বিশেষণ খ. অব্যয় গ. সর্বনাম ঘ. বিশেষ্য উ: খ

১৮২. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যটিতে যত-তত অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? [পরিদর্শক-১৩, অফিস সহ./কম্পিউটার অপারেটর (পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)-১৯]
ক. পরিণাম খ. তুলনা গ. বৈপরীত্য ঘ. নিশ্চয়তা উ: খ

১৮৩. 'তুমি না সেদিন বাড়ি গিয়েছিলে?' এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [বিআরডিবি (সহ. পরিচালক-প্রশাসন)-১৩, উপ-সহ. পরি. (দুদক)-১০]
ক. সন্দেহ খ. বিস্ময় গ. অনুমান ঘ. নিশ্চয়তা উ: ঘ

১৮৪. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস, পরিসংখ্যান ব্যুরোর থানা পরিসংখ্যানবিদ-২০]
ক. ধন অপেক্ষা মান বড় খ. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না গ. লেখাপড়া কর নতুবা ফেল করবে ঘ. ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে উ: গ

১৮৫. 'মরি! মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ'- এখানে অনন্বয়ী অব্যয়ে কি প্রকাশ পেয়েছে? [তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তা-৯৭]
ক. যন্ত্রণা খ. বিরক্তি গ. সম্মতি ঘ. উচ্ছ্বাস উ: ঘ

১৮৬. ক্রিয়াপদ- [২১তম বিসিএস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহ. পরিচালক-১৬]
ক. সব সময় বাক্যে থাকবে খ. কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
গ. শুধু অতীতকালের বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় ঘ. আসলে বিশেষণ থেকে অভিন্ন উ: খ

১৮৭. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]
ক. আমি ভাত খাচ্ছি খ. আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব গ. আমি দুপুরে ভাত খাই ঘ. তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠো উ: খ

১৮৮. 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' বাক্যে ব্যবহৃত 'হের' কোন ধাতু? [পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক-১৮]
ক. আরবি খ. হিন্দি গ. ফারসি ঘ. অজ্ঞাতমূল উ: ঘ

১৮৯. 'সাইরেন বেজে উঠল।' বেজে উঠল কী ধরনের ক্রিয়াপদ? [ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের সহ. পরিচালক/ হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা-১৭]
ক. মিশ্র খ. যৌগিক গ. প্রযোজক ঘ. সমধাতুজ উ: খ

১৯০. ক্রিয়ার বিষয়কে কী বলে? [রেলওয়ে হাসপাতাল (সহ. সার্জন)-০৫]
ক. কর্ম খ. পদ গ. সমাস ঘ. করণ উ: ক

১৯১. কোন বাক্যে যে ক্রিয়াপদ অসমাপ্ত থাকে, তাকে কী ধরনের ক্রিয়াপদ বলে? [চীফ ইনস্ট্রাক্টর (নন্টেক)-০৩]
ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অর্ধ-সমাপিকা ক্রিয়া গ. অসমাপিকা ক্রিয়া ঘ. অর্ধ-অসমাপিকা ক্রিয়া উ: গ

১৯২. বিশেষ্য ও বিশেষণের সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে বলে- [সমাজসেবা অধিদপ্তর (উপসহ. পরিচালক)-০৫]
ক. যৌগিক ক্রিয়া খ. মিশ্র ক্রিয়া গ. প্রযোজক ক্রিয়া ঘ. নাম ধাতুর ক্রিয়া উ: খ

১৯৩. 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন।'–বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' কোন ক্রিয়াপদের উদাহরণ? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহ. পরিচালক-১৬]
ক. ণিজন্ত খ. দ্বিকর্মক গ. ধ্বন্যাত্মক ঘ. যৌগিক উ: ক

১৯৪. 'এতক্ষণ গাছের ছায়ায় বসা মানুষটি কোথায় গেল'- বাক্যের 'এতক্ষণ গাছের ছায়ায় বসা' অংশটি- [জনতা ব্যাংক (এক্সিকিউটিভ অফিসার)-১৫]
ক. সর্বনাম স্থানীয় খ. বিশেষ্য স্থানীয় গ. বিশেষণ স্থানীয় ঘ. ক্রিয়া স্থানীয় উ: ঘ

১৯৫. 'ডালে ডালে কুসুম ভার'–এখানে 'ভার' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (অফিস সহ./কম্পিউটার অপারেটর)-১১]
ক. বোঝা খ. সমূহ গ. গুরুত্ব ঘ. বিষাদ উ: খ